



জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in

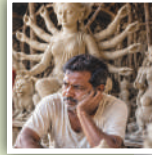
f /DigitalJagoBangla

📺 /jagobangladigital

📱 /jago_bangla

🌐 www.jagobangla.in

নেপালের অর্ডার নেই, বিপদে
ফের শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পীরা



ইভিএম সংকট, নির্বাচন
কমিশনের রিপোর্ট তলব



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৩৩ • ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ • ২৫ আশ্বিন ১৪৩৩ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 133 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 13 OCTOBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

দিদির পোস্টার হাতে দিল্লির জনশ্রোতে তৃণমূল কর্মীরাও

প্রতিবেদন : সপ্তাহের শুরুর দিনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের 'সুপ্রিম কোর্ট চলো' অভিযানে দিল্লির রাজপথে জনজোয়ার। সোমবার প্রথমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতারা কনস্টিটিউশন ক্লাবে জমায়েত হন। জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে মানুষের হয়ে লড়াইয়ের বাতারা দেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কনস্টিটিউশন ক্লাবে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেওয়ার সময় ভোট চুরি নিয়ে স্ফোভ উগরে দিয়ে নেত্রী বলেন, ভোট চুরি রুখতে আমাদের সম্মিলিত লড়াই চলছে। মানুষের হয়ে লড়াই আমাদের। আমরা ন্যায়বিচার চাই।

কনস্টিটিউশন ক্লাব থেকে চারটি বাসে করে বারাখাসা রোড মোড়ের দিকে যান ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেখান থেকেই সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু করেন শীর্ষ নেতারা। সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায়, দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল, মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, সামিরুল ইসলাম, নাদিমুল হক, প্রান্তন সাংসদ সাকেত গোখেলেরা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে, গলায় বুলিয়ে মিছিলে অংশ নেন। 'জ্ঞানেশ হঠাৎ' স্লোগানে গলা মেলান তাঁরা।

এদিনে মিছিলে ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়াগে। সঙ্গে রয়েছেন প্রিয়ানকা গান্ধী, আইসা সভানেত্রী নেহা বোরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআই সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, এনসিপি-এসসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, (এরপর ৯ পাতায়)



■ জ্ঞানেশ হঠাৎ, দেশ বাঁচাও। দিল্লিতে জনপ্লাবন মানুষের প্রতিবাদে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার নিয়ে এগিয়ে চলেছে মিছিল। সোমবার।

পুরনো তালিকায় ভোট চাই : নেত্রী

প্রতিবেদন : যতক্ষণ না বৈধ-অবৈধ ভোটার নির্ধারণ করা যাচ্ছে, ততক্ষণ পুরনো তালিকাতেই ভোট চাই। দিল্লিতে জ্ঞানেশ হঠাৎ অভিযানে অংশ নিয়ে কলকাতায় ফিরেই বাতারা নেত্রীর।

দিল্লিতে ইন্ডিয়ার আন্দোলন এবং পুলিশ-প্রশাসনের ধরপাকড় প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যত প্রশাসন এসব করবে ততই আন্দোলনের মাত্রা বাড়বে। দিল্লিতে ইন্ডিয়ার সুপ্রিম কোর্ট চলো অভিযানে অংশ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন নেত্রী। মিছিলে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি, তবে ইন্ডিয়া জোটের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়ে এসেছেন। দিল্লি এবং কলকাতার সাম্প্রতিক ট্রাফিক ব্যবস্থাকে একহাত নিয়ে বলেন, যাতায়াতের রাস্তা ব্যারিকেড করে আটকে রাখা হয়েছে। মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। ইন্ডিয়ার মিছিলের জন্য এসব করা হয়নি। পুলিশের ইচ্ছে হয়েছে, তাই করছে। নেত্রী কনস্টিটিউশন ক্লাবে বৈঠক করেন। ইন্ডিয়ার কর্মসূচি নিয়ে কথা



■ ইন্ডিয়ার নেতাদের সঙ্গে দিল্লি কনস্টিটিউশন ক্লাবে নেত্রী। সোমবার।

হয়। ছিলেন প্রায় সব দলের নেতৃত্ব। এদিনের সুপ্রিম কোর্ট চলো অভিযানে তৃণমূলের সাংসদ-নেতারা ছাড়াও বহু তৃণমূলকর্মী যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের হাতে ছিল নেত্রীর পোস্টার। নেত্রী দিল্লি ছাড়ার আগে জানিয়ে যান, গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে। সাধারণ মানুষকে তার অধিকার দিতে হবে। সেই জন্য এই লড়াইয়ে আমরা সকলে রয়েছি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সময় না দেওয়া প্রসঙ্গে নেত্রীর স্পষ্ট কথা, এটা তাঁর বিষয়। আমরা তাঁকে বিরক্ত

করিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা ছিল প্রতীকী। আমরা শুধু বলতে চেয়েছি, বিচার চাই। সরকার যেভাবে প্রতিবাদী থেকে সাংবাদিকদেরও আটক করছে, সে-প্রসঙ্গে নেত্রী বলেন, কতদিন করবে? একদিন নিজেরাই আটক হয়ে যাবে। ওরা ভাবছে মানুষকে ভয়ে রাখো। তাহলে আন্দোলন করবে না। কিন্তু যাদের হারানোর কিছু নেই তারা কেন ভয় পাবে? যে লড়াই করে সেই শেষ পর্যন্ত জেতে। আমরা ভয় পাচ্ছি না। এগিয়ে যাচ্ছি।

পূজায় বৃষ্টি
বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলে পূজায় ভাসতে পারে বাংলা। পঞ্চমী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরেও বৃষ্টি। উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিভাগ থেকে একেদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তাই আমাদের দিনের কবিতা।



অপরূপা

অপরূপা-অনন্যা
সমুদ্রের ফেনা
তটিনীর পারে
ডানা বিছিয়ে
চলেছে সমুদ্রকন্যা
মণি-মুক্তো সঙ্গে নিয়ে
চলেছেন তিনি
নিজেকে সাজিয়ে
সমুদ্র জননী ধন্যা
তুমি অপরূপা-অনন্যা।

ওরা ভয় পেয়েছে

■ ইন্ডিয়ার আন্দোলনে ভয় পেয়েছে বিজেপি। আর তাই দিল্লির যন্ত্র-মন্ত্রের সভা করার অনুমতি কেড়ে নেওয়া হল। অমিত শাহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে রীতিমতো নোটিশ করে একথা বলা হয়েছে। বোঝাই গিয়েছে, বিরোধীদের আন্দোলনে যন্ত্র-মন্ত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। দেশের মানুষ বলছেন, ইয়ে ডর হামে আচ্ছা লাগা...

অস্তিত্বই ছিল না

■ ফর্ম ৬ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যে ফের ধাক্কা খেল কমিশন। মিথ্যাচার প্রকাশ্যে। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানিয়ে দিল, বিহারে এসআইআর মামলার রায় দেওয়ার সময় ফর্ম ৬ তাদের সামনে ছিল না। তাই নতুন ভোটারদের জন্য ফর্ম ৬ নিয়ে তারা কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।

পিটিশন জমা

■ ইন্ডিয়া জোটের নেতারা সোমবার মিছিল শেষে দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করলেন। পিটিশনে এসআইআর-এর কারণে ১৩ কোটি ভোট বাতিলের বিষয় থেকে একাধিক বেআইনি সিদ্ধান্তের অভিযোগ রয়েছে। আজ শুনানির সম্ভাবনা।

তারিখ অভিধান

১৯১১
অশোককুমারের
(১৯১১-২০০১)

জন্মদিবস। বিখ্যাত অভিনেতা। সঙ্গীতশিল্পী কিশোরকুমারের দাদা। আসল নাম কুমুদলাল গঙ্গোপাধ্যায়। বাড়িতে তাঁকে দাদামণি নামে ডাকা হত। আশির দশক। রাজ কাপুর ও শাম্মি কাপুর বন্ধু এয়ারপোর্টে এসেছেন বিমান ধরতে। দুই ভাইকে দেখে জনতা উদ্বেল। কান ফটানো চিংকার। রাজ যেন একটু বেশিই চুপ। শাম্মিও লক্ষ্য করেছিলেন। প্লেন উড়তে শুরু করতেই প্রশ্নটা করলেন তিনি— “কিসি বাত সে পড়েশান হো আপ?” রাজ ধীরে ধীরে বললেন, “কত কিছু শেখালাম তোমাকে। সোনার মতো কেরিয়ার পেলে তুমি! ওই পান মশলার বিজ্ঞাপনটা কি না করলেই চলছিল না তোমার?” শাম্মি টকটকে লাল মুখ করে বললেন, “একবার দাদামণির সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে চেয়েছিলাম আমি।” উত্তর শুনে রাজ আরও হতভম্ব হয়ে গেলেন। ঠিক এমনই হতভম্ব তিনি হয়েছিলেন চল্লিশ বছর আগে। সেদিন ছিল তাঁর বিয়ে। ঘোমটা ঢাকা সলাজ নববধূকে সঙ্গে নিয়ে স্টেজে দাঁড়িয়ে ইন্ডাস্ট্রি গণ্যমান্যদের আশীর্বাদ নিচ্ছিলেন। তার পরে পৃথ্বীরাজ কাপুরের বড় ছেলের বিয়েতে ঢুকলেন বন্ধু টকিজের এক নম্বর স্টার অশোককুমার। তাঁকে দেখামাত্র নতুন বউ কৃষ্ণা ঘোমটা সরিয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন, “আরে, অশোককুমার! আমি ‘কিসমত’ তিনবার দেখেছি। আর ‘অচ্ছুৎ কন্যা’ আমার দেখা প্রথম ফিল্ম।” অশোককুমার তখন হো হো করে হাসছেন। সেই দাদামণি অশোককুমারের থেকে বলিউড অনেক কিছু শিখেছে। হিরোদের নামকরণ। দিলীপকুমার, রাজেন্দ্রকুমার হয়ে অক্ষয়কুমার অবধি। কিশোরকুমার শিখেছেন ‘এক চতুর নার’ গানটি। আর তাঁর ম্যানারিজমকে পূর্জি করে আজও সংসার চালাচ্ছে কত হাজার মিমিক্রি শিল্পী। আর সেসব দেখে তালি বাজিয়েই চলেছি আমরা, ‘হমলোগ’।



১৯১১ ভগিনী নিবেদিতার (১৮৬৭-১৯১১)

তিরোধান দিবস। ভারতের মঙ্গলে নিবেদিত প্রাণ এই বিদেশিনি রোগমুক্তির আশায় দার্জিলিংয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। আসল নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করে নাম রেখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৮৯৮-তে ভারতে এসেছিলেন। সে সময় কলকাতায় পর পর দু’বছর প্লেগ হলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সেবার কাজে ব্রতী হন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন।



১৯৮৩ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-১৯৮৩) মৃত্যুদিন। বিদেশি নাটক তাঁর ছোঁয়ায় হয়ে উঠত বাংলার নিজস্ব নাটক। ব্রেখট, ইবসেন, চেখভ, পিরান্দেল্লো, ওয়েল্ডার, পিন্টার— বিশ্ব নাট্যমানচিত্রের এই সব স্থপতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় অজিতেশের হাত ধরে। বঙ্গীয়করণ করে তিনি উপস্থাপন করতেন মঞ্চে। গ্রুপ থিয়েটার, পেশাদারি মঞ্চ, চলচ্চিত্র, যাত্রা— সব কিছুতেই বিরাট চেহারার অজিতেশ অভিনেতা হিসেবে নিজের মর্ত্যসীমা অতিক্রম করেছিলেন।

১৯৯১ স্টার থিয়েটার বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। স্টার ও মিনার্ভা থিয়েটার হল কলকাতার দুটি সবচেয়ে পুরনো বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চ। স্টার, মিনার্ভা ও ক্লাসিক থিয়েটারে হীরালাল সেন নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। স্টার থিয়েটার ভবনটি কলকাতার একটি ঐতিহ্যবাহী ভবন। ২০০০-এর দশকে কলকাতা পুরসংস্থা বাড়িটি সারিয়ে আবার নাট্যমঞ্চটি চালু করে।

১২ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রূপের বাজার দর

পাকা সোনা	১৪৮৫০০
(২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
গহনা সোনা	১৪৯২৫০
(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
হলমার্ক গহনা সোনা	১৪৯৮৫০
(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
রূপের বাঁচ	২২২৩৫০
(প্রতি কেজি),	
খুচরো রূপো	২২২৪৫০
(প্রতি কেজি),	

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.০১	৯৭.০৯
ইউরো	১০৭.২৮	১০৮.৯৬
পাউন্ড	১২৬.৯৫	১২৮.৬১

নজরকাড়া ইনস্টা



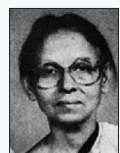
■ ভাগ্যত্রী



■ বাসবদত্তা

২০০৬ প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬) এদিন

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয় ও ব্যাপক সফলতা পায়। তার মধ্যে রয়েছে আলো আমার আলো, পথে হল দেরি, অতল জলের আত্মন ইত্যাদি বেশ কিছু ছবি নির্মিত হয়। বাংলা ভাষায় অনন্য অবদানের জন্য প্রতিভা বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। এ-ছাড়াও, সাহিত্যকর্মে সবিশেষ অবদানের জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন।



২০০২ ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২) এদিন প্রয়াত হন। সংগ্রামী কৃষক নেতা। মূলত তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি সংগ্রাম করেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে যিনি ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের জন্য নিবাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিক বাতিল হয়ে যাওয়ায় তাঁর অংশগ্রহণ করা হয়নি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

১৯৮৭ কিশোরকুমার (১৯২৯-১৯৮৭) এদিন চিরদিনের জন্য সুরলোকে গমন করেন। আসল নাম আভাষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শেষ গানটি জীবদ্দশায় মুক্তি পায়নি। মৃত্যুর পর, ২০১২-তে নিলামে সেটির দাম হয়েছিল ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, এমনই বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর। গান গাওয়া, গান লেখা, সংগীত পরিচালনা, এসবের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন বহু ছবিতে। অভিনেতা হিসেবে তাঁকে পদ্যি শেষ দেখা গিয়েছে ‘চলতি কা নাম জিন্দেগি’ ছবিতে।



কর্মসূচি



■ কলকাতা পুরসভার পূর্বতন ৫০ নম্বর ওয়ার্ড। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পাশে। এলাকার গরিব দুঃস্থ পরিবারের কচিকাঁচাদের মধ্যে পুজোর উপহার হিসেবে বস্ত্র বণ্টন। উদ্যোক্তা স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী মৌসুমী দে। উপস্থিত ছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

■ দিল্লিতে ভোট চোর, গদি ছোড় আওয়াজ তুললেন যারা, তাঁদের অন্যতম জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, প্রতিবাদ আন্দোলনে, পোস্টার হাতে। সঙ্গে আর এক সাংসদ সৌগত রায়।



■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৫৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

পাশাপাশি : ১. বেশি কথা বলা ৩. গর্ব, অহংকার ৫. জল ৬. ধোপানী, রজকী ৮. থাকি ১০. অংশ, ভাগ ১১. মেডিসিন ১৩. দেহের আবরণ ১৫. গোবচারা, কারও ক্ষতি করে না এমন ১৮. তালুক, তহসিল ১৯. পাট কাঠি ২০. উৎকর্ষ।

উপর-নিচ : ১. অন্যের পাওনা যে শোধ করে না ২. আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা ৩. মেঘ ৪. কৃষি, চাষ ৫. আকাশসম্বন্ধীয় ৭. দুয়ার, দ্বার ৯. গ্রিক পুরাণের উষাদেবী ১২. ধনশালী, ধনী ১৪. অস্থাবর সম্পত্তি ১৬. ফেরিওয়ালা ১৭. শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য ১৮. পাতলা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৫২ : পাশাপাশি : ১. গোল্ড মেডেল ৪. বামেলা ৫. দীর্ঘকাল ৬. পরিহাস ৮. যাত্রিক ৯. ভবতারণ।

উপর-নিচ : ১. গোলাঙ্গুল ২. মেওয়া ৩. লক্ষ্মবিলাস ৫. দীর্ঘবংশ ৬. পরিবাণ ৭. ললিতা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017

Regd. No. WBBEN/2004/14087

● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21

City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

ইন্ডিয়ার সুপ্রিম কোর্ট অভিযানের নানা মুহূর্ত



জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আন্দোলন চলবে

ইন্ডিয়া জোটের মিছিলে রাজধানী দিল্লিতে জনপ্লাবন। মানুষের মনের কথা বুঝতে পারছে বিজেপি। বিজেপি আসলে ভয় পেয়েছে। আর পেয়েছে বলেই যন্তর-মন্তরে সমাবেশ না করার সরকারি ছলিয়া জারি করে দিল। যত বাধা, তত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা জোরালো হচ্ছে। রাজধানীর মিছিলের শুরুতে ছিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর মিছিলে ছিলেন দলের নেতৃত্ব। এবং অবশ্যই ছিলেন অসংখ্য তৃণমূলকর্মী, যাঁরা পোস্টার হাতে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। এ-জিনিস মানুষ প্রত্যাশ করলেন। দেশজুড়ে আওয়াজ উঠেছে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। বাতিল করতে হবে অসাংবিধানিক এসআইআর। জ্ঞানেশ কুমারকে বাঁচাতে গিয়ে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত, জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে বিজেপি। নিজেদের শেষের শুরু নিজেদের হাতেই তৈরি করছে। আন্দোলন হচ্ছে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ নিয়ে। কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও জবাব দেওয়া হচ্ছে না, দিচ্ছেন বিজেপির মন্ত্রী-নেতারা। বোঝাই যাচ্ছে, জ্ঞানেশ আসলে বিজেপির লোক, বিজেপির উদ্দেশ্যসাধনই তিনি এসআইআর-এর মতো জনবিরোধী, বেআইনি, অসাংবিধানিক বিষয়টিকে প্রয়োগ করেছেন। জ্ঞানেশ কুমারকে যেতেই হবে। এর মাঝেই তৃণমূল নেত্রী দিল্লি থেকে কলকাতায় পৌঁছে আসল কথাটি বলেছেন। তাঁর স্পষ্ট বাতী, বৈধ-অবৈধ পরের কথা, ভোট করতে হবে পুরনো তালিকায়। হ্যাঁ, পুরনো তালিকাতেই ভোট করতে হবে। দেশের মানুষের এটাই দাবি। কোন সাহসে, কোন আইনে দেশের ১৩ কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হল? কেন তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখা হল? স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেনজির এই ঘটনা। কোথায় গেলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? একবার অন্তত সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে জবাব দিন। যতদিন দাবি মানা না হচ্ছে ততদিন আন্দোলন চলবে। দেখা যাক, পুলিশ আর আধাসেনা রুখতে পারে কি না!

এরা ক্ষমতায় থাকলে ভোট কেমন
হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে

গুজরাতের ভাদনগরে দাঁড়িয়ে আসন্ন লোকসভা ভোটে বঙ্গ ৪২-এর মধ্যে ৪২ আসন জেতার অঙ্গীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওটাই হবে তাঁর গুরুদক্ষিণা। মোদিজির টানা ২৫ বছর প্রশাসনিক শীর্ষ পদে থাকার উৎসবে তাঁর বাতীর প্রতিপাদ্য ছিল একটাই, উনত্রিশে জিতে কেন্দ্রে বিজেপির জয় পতাকাকে তুলে ধরায় চেষ্টার কসুর করবেন না তিনি। আগেরবারের মতো ২৪০ আসনে আটকে যাবে না। এই আপাতত শুভেন্দুবাবুর শপথ। অমিত শাহের দেওয়া টাক্সও বলতে পারেন। নন্দীগ্রাম আর রেজিনগরের ফল বলে দিচ্ছে এ-কাজে তিনি অনেকটাই সফল। কিন্তু ৮০ আসন জেতা দলটা যেভাবে রাতারাতি টুকরো টুকরো হয়ে উবে গিয়েছে তা বিরাট রহস্য। সংসদীয় ও পরিষদীয় দলের সদস্যদের একাংশ বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছে। কিন্তু কিছু বিরোধীকে পুষলেই প্রতিবাদ খতম হয়ে যায় না। কী মজা, রাজ্যসভাতেও বিজেপির টিকিট পাচ্ছে তৃণমূল-ত্যাগীরাই। শুধু শাসক দিয়ে গণতন্ত্র বাঁচ না, শূন্যস্থানে বিরোধীও চাই। শাসকের সাজানো নয়, চোখে চোখ রাখা বিরোধী। দেখছেন না দিল্লিতে কী হচ্ছে! সব জিতেও মোদিজি কেমন হিমশিম খাচ্ছেন? শুভেন্দুবাবু পাঁচ মাস আগে নন্দীগ্রামে জিতেছিলেন মাত্র ৯৬৬৫ ভোটে। সেবার প্রশাসন পুলিশ তাঁর হাতে ছিল না। অস্ত্র ছিল জ্ঞানেশ কুমারের এসআইআর আর বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার সেই আবেদনকে মর্যাদা দিয়ে সেই নন্দীগ্রামেই হাসিরানি রথ জিতলেন ১ লক্ষ ২২ হাজার ভোটে। এই ক’দিনেই মুখ্যমন্ত্রীর তুলনায় পুত্রহারা মায়ের ব্যবধান বেড়ে গিয়েছে প্রায় ১৩ গুণ! যা হার মানিয়েছে ফলতার মার্জিনকেও। এই আসনেই পাঁচ বছর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোডশেডিং ষড়যন্ত্রের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন ১৯৫৬ ভোটে। রেজিনগরে গত মে মাসে বিজেপি পেয়েছিল ৬৪ হাজার ৬৬০টি ভোট। এবার পেয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ভোট। অর্থাৎ প্রাপ্ত ভোট দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে মাত্র পাঁচমাসে। এবার ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্রে ৬৩ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে প্রায় ৭৫ হাজার ব্যবধানে জয় নিঃসন্দেহে শুভেন্দু ও শমীকবাবুদের বড়ো সাফল্য। যুগে যুগে ইতিহাস সাক্ষী, ক্ষমতায় মত্ত শাসক বিরোধীর অস্তিত্ব থাক চায় না। একসময় সিপিএম চায়নি। শমীকবাবুরাও বিরোধীদের অযথা মাথাচাড়া দিতে দেবেন না। এটাই বাস্তব।

— নির্ধার দাশগুপ্ত, ট্যাংরা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagobangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ভোট চোর, গদি ছোড়

ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের স্বৈরতান্ত্রিক ভূমিকা ঘিরে দেশব্যাপী যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, তাকে দমন করতে মোদি সরকারের মরিয়া চেষ্টা সমস্তরকম নজির ছাড়িয়েছে। বিশেষ করে দিল্লিতে বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ জানানোর জন্য সরকার অনুমোদিত জায়গা যন্তর মন্তরে বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন গণসংগঠন, সামাজিক সংগঠন বা ব্যক্তিদের জমায়েতকেও স্তব্ধ করতে যেভাবে দিল্লি পুলিশ ধরপাকড়, গ্রেফতার করছে তা কেবল ব্রিটিশ আমলের দমনপীড়নের সঙ্গেই তুলনীয়। তা সত্ত্বেও সরকার বিরোধী এই আন্দোলনে সর্বস্তরের জনতার অংশগ্রহণ যেভাবে দেখা যাচ্ছে, সেটাও উল্লেখ করার মতো বিষয়। লিখছেন **অনিবার্ণ সাহা**

এসআইআর নিয়ে ধুমায়িত স্কোভ এই প্রক্রিয়া শুরুর থেকেই দেখা যাচ্ছিল। এখানে যে বিপুল গরমিল হয়েছে, তা এই প্রক্রিয়ায় ১৩ কোটি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া থেকেই স্পষ্ট। বাতিল হওয়া নামের তালিকাতে বহু ন্যায়সঙ্গত ভোটারের নাম যেমন রয়েছে, কয়েক পুরুষ ধরে এদেশে বসবাস করছেন তাঁদের নামও রয়েছে। এমনকি, বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের নামও এই বাতিল তালিকাতে ছিল বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যে এই বাতিল করার প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ একতরফা, স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই অভিযোগের বৈধতা দিয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত অন্তর্দৃষ্টিমূলক প্রতিবেদন। দেখা যাচ্ছে, গত ১০ মাসে অপর দুই নির্বাচন কমিশনার ১৪ বার আপত্তি জানালেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সেগুলি যেভাবে অগ্রাহ্য করেছেন, তা সম্পূর্ণ অবৈধ, বেআইনি ও সংবিধান বিরোধী। সুপ্রিম কোর্টও এই অভিযোগের সপক্ষেই রায় দিয়ে বলেছে, নিধারিত আইন অনুযায়ী ভোটের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য যে নির্দিষ্ট নিদর্শ (৬ নম্বর ফর্ম) রয়েছে, তাতে যে বদল আনা হয়েছে, তা অবৈধ ও অননুমোদিত।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এই সংবিধান বিরোধী ভূমিকায় তাঁকে অপসারণের দাবি উঠেছে দেশজুড়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই দাবিতে পথে নেমেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল, গণসংগঠনগুলি। গত দু’দিন ধরে দিল্লিতে এই বিক্ষোভে বিশেষ করে ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ ব্যাপক আকার নিয়েছে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের এই প্রতিবাদ আন্দোলন মোদী-শাহ জমানার বড় চ্যালেঞ্জ। গত জুলাইয়ে নিট সহ বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তর মন্তরে টানা বিক্ষোভের চাপে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিশেষ ভোটের তালিকা সংশোধনের নামে কোটি কোটি নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে এই আন্দোলনকে ঠেকানোকে কেন্দ্র করে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর অধীন দিল্লি পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী যেরকম ধরপাকড় ও গ্রেপ্তারি শুরু করেছে তা সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কয়েক হাজার প্রতিবাদকারীকে সাময়িকভাবে আটক করা হয়। পরে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে ও পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার।



মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের এই বিক্ষোভের মূল কারণ দেশে তীব্র বেকারত্ব, চাকরির সুযোগ কমে যাওয়া, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম, শিল্প ও কৃষিতে ব্যাপক সঙ্কট। নির্বাচন কমিশনের ভোটের তালিকা নিয়ে বিতর্ক তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ককরোচ জনতা পার্টির মতো নবগঠিত প্ল্যাটফর্মগুলো অনলাইন মিম, স্লোগান এবং প্রতীকী প্রতিবাদের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে, যা তরুণদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে প্রকাশ করেছে। তরুণদের এই বিক্ষোভকে দমন করার রাস্তায় না হেঁটে সরকারের উচিত ছিল, যুব জীবনের সঙ্কটগুলি বিবেচনায় রেখে সমাধানে ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া। তা না করে দমনপীড়নের উলটো পথে হাটছে। এর পরিণাম কী হয় তা ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা থেকে একটা কাহিনি বলি তবে শুনুন।

খ্রিস্টপূর্ব ৬২ অব্দ। রোমের ‘বোনা দেয়া’ উৎসব। পুরুষদের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তারই মধ্যে পাবলিয়াস ক্লডিয়াস নামে এক যুবক মেয়েদের সঙ্গে ঢুকে পড়লেন। ধরাও পড়লেন রোমান শাসক জুলিয়াস সিজারের স্ত্রী পম্পেইয়ার অন্দরমহলে। তদন্তে পম্পেইয়ার কোনও অসততা বা পরকীরার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ মেলেনি। এমনকী ক্লডিয়াসও আদালতে খালাস পেয়ে যান। কিন্তু ঘটনা প্রকাশ্যে

আসতেই সিজার বিবাহবিচ্ছেদ দেন পম্পেইয়াকে। কেন এমন চরম সিদ্ধান্ত? সিজারের সেই অমর উক্তিটি ছিল, ‘সিজারস ওয়াইফ মাস্ট বি অ্যাভাভ সাসপিশন।’ অর্থাৎ, সিজারের স্ত্রীকে শুধু নির্দোষ হলেই চলবে না। তাঁকে সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে হবে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার এ এক চরম অলিখিত সনদ। ব্রিটিশ প্রধান বিচারপতি লর্ড হেওয়ার্ট ১৯২৪ সালের বিখ্যাত ‘রেক্স বনাম সাসেক্স জাস্টিসেস’ মামলায় এই দর্শনেরই আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘ন্যায়বিচার শুধু হলেই চলবে না, ন্যায়বিচার যে স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তা দৃশ্যমানও হতে হবে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও একসময় স্পষ্ট করে দিয়েছিল, গণতন্ত্রে নির্বাচন কমিশনের মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে কোটি কোটি ভোটারের চোখে হতে হবে ‘সিজারের স্ত্রীর মতো’। অর্থাৎ, কোনও পক্ষপাত, রাজনৈতিক প্রভাব ও সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে হবে।

ব্যক্তি জ্ঞানেশ কুমার দাবী না নির্দোষ—তার বিচার করবে আইন-আদালত। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে, নির্বাচন কমিশন সিজারের নীতি মেনে চলেনি। তাই সন্দেহ বাড়ছে।

সন্দেহের শুরু, আজ থেকে প্রায় বছর তিনেক আগে। ২০২৩ সালের মার্চ। অনুপ বার্নওয়াল বনাম ভারত সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে হবেন, তা ঠিক করবে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের প্যানেল। কিন্তু সরকার সেই রায়কেই হুঁটো করে দিল। সংসদে পাশ করিয়ে নিল ‘চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনার্স অ্যাক্ট, ২০২৩’। তাও ১০০ জনেরও বেশি বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করে। সেই আইনে প্রধান বিচারপতিকে ছাঁটাই করে বসানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে। অর্থাৎ, কমিটির সমীকরণ দাঁড়াল পরিষ্কার ২:১। শাসক দলের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা। বিরোধী দলনেতার অভিমত আলঙ্কারিক হয়ে গেল।

১৯৮৮ সালের কেরল ক্যাডারের আইএএস জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচন কমিশনার হন ১৪ মার্চ, ২০২৪। সেই সময় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরীর অভিযোগ ছিল, মধ্যরাতে মিটিংয়ের কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন আমলার নাম দেওয়া হয়েছিল। সেই নাম যাচাই করার পর্যাণ্ত সময়ও দেওয়া হয়নি। এক বছর পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে উন্নীত হন। তাঁর মেয়াদ ২০২৯ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

স্বশাসিত কমিশনের শীর্ষে বসে থাকা কোনো ব্যক্তি নিঃসন্দেহ একপেশে চিত্রনাট্য লিখলে সন্দেহ তো বাড়বেই। কমিশন গণতন্ত্রের রক্ষক। কিন্তু সন্দেহ তাকে নিয়েই। এই সন্দেহ দূর করার দায়িত্ব কমিশনেরই। অথচ একের পর এক স্পষ্ট অসঙ্গতি ও আপত্তির পাহাড় সত্ত্বেও কমিশন আইনি ও প্রশাসনিক দায়মুক্তির আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছে। সিজারের নীতির সঙ্গে এই বৈপরীত্যই সন্দেহের মূল কারণ।

জিটি রোডে একটি বহুতল রং করতে
গিয়ে পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের। মৃতের নাম
প্রশান্ত মৌরি। জয়সওয়াল হাসপাতালে
নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা
হয়। তদন্তে বেলেড় থানা

কুণালকে আক্রমণে ক্ষুব্ধ কোর্টের নিরাপত্তার নির্দেশ

প্রতিবেদন : কেন বারবার প্রাণঘাতী
হামলার শিকার বেলেঘাটার তৃণমূল
বিধায়ক কুণাল ঘোষ? সোমবার এই
সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এমনই
প্রশ্ন তুলল ক্ষুব্ধ কলকাতা
হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে বিধায়ক
কুণালকে সবরকম পুলিশি নিরাপত্তা
দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি
সৌগত ভট্টাচার্য। তাঁর নিরাপত্তা
সুনিশ্চিত করতে কলকাতার
নগরপালকে নির্দেশ দেন
বিচারপতি। এর পাশাপাশি ডিম
ছোঁড়ার ঘটনায় জনস্বার্থ মামলার
সঙ্গে কুণাল ঘোষের অভিযোগও
শোনা হবে প্রধান বিচারপতির
ডিভিশন বেসে।



কয়েকদিন আগে হুগলির
উত্তরপাড়া থেকে নিজের
বিধানসভা কেন্দ্র বেলেঘাটায়
প্রাণঘাতী হামলার শিকার হন
তৃণমূল বিধায়ক। তারও আগে
কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বাড়ির চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে

কথা বলার সময় ডিম ছোঁড়া হয়
তাঁর ওপর। এই নিয়ে অভিযোগ
দায়ের করেন কুণাল। আগে
আদালতের নির্দেশে ওয়াই প্লাস
ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বরাদ্দ ছিল
কুণালের। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের
পর তাঁর সেই নিরাপত্তা প্রত্যাহার
করে নেওয়া হয়। বেলেঘাটায় প্রায়
১৫ থেকে ২০ জন সশস্ত্র দুষ্টু
তাঁর ওপর হামলা চালায় এবং
রিভলবার দেখিয়ে তাঁকে অপহরণ
করার চেষ্টা করে। কোনওক্রমে
গাড়ি নিয়ে নারকেলডাঙা থানায়
টুকে প্রাণে বাঁচেন তিনি। এর পরই
সেখানে জিরো এফআইআর রুজু

করা হয়। পরে সেই অভিযোগের
ভিত্তিতে বেলেঘাটা থানা আরও
একটি এফআইআর দায়ের করে
তদন্ত শুরু করে। নিরাপত্তা ও
নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে
হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিধায়ক
কুণাল। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা
দায়েরের অনুমতি দেন।

এদিন হাইকোর্টে কুণালের হয়ে
সওয়াল করেন আইনজীবী বিশ্বরূপ
ভট্টাচার্য ও অয়ন চক্রবর্তী।
কুণালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত
করতে কলকাতা পুলিশ
কমিশনারকে নির্দেশ দেন
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। একই
সঙ্গে আদালত জানিয়েছে, কুণাল
ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর এবং বাইক
বাহিনীর হামলা-সংক্রান্ত
অভিযোগটি প্রধান বিচারপতির
ডিভিশন বেসে বিচারার্থী ডিম
হামলা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার
সঙ্গেই শুনানি হবে।

২ নভেম্বরের মধ্যে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট পেশের নির্দেশ

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার এবং পুলিশের ভূমিকায় প্রবল
অসন্তুষ্টি ও উদ্ভিগ্ন রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। তৃণমূলের
দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ-প্রশাসন ঠিক
কী কাজ করছে, কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, নির্দেশ দেওয়ার
পরও তার রিপোর্ট ঠিকঠাক কমিশনকে দেওয়া হচ্ছে না।
এতেই অসন্তুষ্টি কমিশন। এই অবস্থায় আগামী ২
নভেম্বরের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা
থানাওয়ারি সমস্ত অভিযোগের
ভিত্তিতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া
হয়েছে তার অ্যাকশন টেকেন
রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ
দিলেন রাজ্য মানবাধিকার
কমিশনের চেয়ারম্যান
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আই পি
মুখোপাধ্যায়। রাজ্য পুলিশের ডিজি, আইজিকে এই
রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

সোমবার কমিশনের শুনানি পর্ব থেকে বেরিয়ে
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানান তৃণমূল
কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল
ঘোষ। কুণাল বলেন, আজ কমিশনে দুটি অভিযোগের
শুনানি ছিল। প্রথমত, সামগ্রিক ভাবে রাজ্য জুড়ে
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও তৃণমূল কংগ্রেস
কর্মী, সমর্থকদের ওপর আক্রমণ, খুন, ঘরছাড়া, দোকান
ভাঙচুর-সহ বিভিন্ন ঘটনার থানাওয়ারি অভিযোগ জমা
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্যের পুলিশ,
প্রশাসন তার কোনও রিপোর্ট জমা দিচ্ছে না। তারা
কমিশনকে যা দিয়েছে তার সবটাই ব্যবস্থা নেওয়া হবে,
ভবিষ্যতের কথা। কুণাল আরও বলেন, পুলিশ যা
দিয়েছে, সবটাই হবে-হবে, ভবিষ্যতের কথা। অ্যাকশন
টেকেন রিপোর্টটা কোথায়? এই অবস্থায় কমিশন
পুলিশকে ২ নভেম্বরের মধ্যে এই অ্যাকশন টেকেন

রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ৫
নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

এদিন একই সঙ্গে কুণালের ওপর হামলার ঘটনা
সংক্রান্ত শুনানিও ছিল মানবাধিকার কমিশনে। সেই
মামলায় কমিশন কালীঘাট থানাকে মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির চত্বরে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত
করতে বলেছে। এই প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, কমিশন
কালীঘাট থানাকে নির্দেশ দিয়ে
বলেছে, কালীঘাটে যেখানে
নেত্রীর বাড়ি, এছাড়াও ওখানে
দলের দফতর, তাই ওই
জায়গার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত
করতে হবে। একই সঙ্গে
ওখানে দলের কর্মী, সমর্থক-

সহ আরও যারা নিয়মিত যান তাদের অবাধ গতিবিধি,
সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা, সেই সঙ্গে ওই এলাকায় যেন
কোনও নিরাপত্তাহীনতা না থাকে, তাও নিশ্চিত করতে
বলা হয়েছে।

এর পাশাপাশি, উত্তরপাড়া এবং বেলেঘাটায় আমার
ওপর যে ভয়ংকর হামলা হয়েছিল তাতে সহকর্মীদের
নিয়ে বিপদের মধ্যে পড়েছিলাম। আমাকে হত্যার চেষ্টা
করাও হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনায় পুলিশ এখনও
কাউকে গ্রেফতার করেনি। উত্তরপাড়ায় অভিযুক্তদের
বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট না করে এমন ধারা দেওয়া হয়েছে
যাতে তারা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে
অপহরণের চেষ্টা এমন একটা ধারা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু
গ্রেফতার করার কোনও ব্যাপারই নেই বেলেঘাটার
ক্ষেত্রে। ক্রিমিনালগুলো দিবি ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্য
মানবাধিকার কমিশন অত্যন্ত কড়া মনোভাব নিয়ে
চন্দননগর কমিশনারেট এবং ওসি বেলেঘাটাকে যথাযথ
রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে তৃণমূলের অভিযোগের শুনানি

নির্লজ্জ বিজেপির কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা পুলিশে নিয়োগ প্রক্রিয়া নেত্রীর হাতেই

প্রতিবেদন : নির্লজ্জ বিজেপি সরকারের আরও একটি
মিথ্যাচার। পুলিশে ১২ হাজার নিয়োগ নিয়ে মিথ্যাচারের
মুখোশ খসে পড়ল শুভেন্দুর সরকারের। যে নিয়োগ
প্রক্রিয়ার সিংহভাগ করে গিয়েছিলেন মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়, এখন সেই নিয়োগপত্র হাতে তুলে দিয়ে
কৃতিত্ব নিচ্ছে বিজেপি। রাজ্যের এই পাঁচ মাসের সরকার
এতটাই নির্লজ্জ যে, মুখ্যমন্ত্রী এখন বলছেন চতুর্থবার
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এলে নিয়োগ হত না।
এরপরই শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপিকে কড়ায়-গণ্ডায়
জবাব দিলেন তৃণমূল মুখপাত্র বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, পুলিশের ১২ হাজার নিয়োগে
বিজেপি কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুলিশের
এই নিয়োগের ক্ষেত্রে নোটিফিকেশন থেকে গোটা
প্রসেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন করে
গিয়েছিলেন। তিনি নিজে ঘোষণা করেছিলেন,

প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবং তার সমস্ত
প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর এই বিজেপিই তখন
বিরোধী দলে থেকে নানাভাবে মামলা করে পুলিশে
নিয়োগ আটকাবার চেষ্টা করে গিয়েছে। তবুও সেই বাধা
টেকেনি। নিয়োগ প্রক্রিয়া এগোতে থাকে। অবশেষে
এখন তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে। তার মানে এই
নয় যে বিজেপি এই নিয়োগ দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। শুভেন্দু
অধিকারী শুধু সেই নিয়োগপত্রগুলি তুলে দিচ্ছেন
প্রার্থীদের হাতে। এখনকার মুখ্যমন্ত্রী যতই কৃতিত্ব
নেওয়ার চেষ্টা করুক, যারা নিযুক্ত হচ্ছেন তাঁরাও
জানেন তাঁদের প্রক্রিয়া, তাঁদের চাকরি, তাঁদের শূন্যপদ,
তাঁদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত— গোটাটাই মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের করে যাওয়া। তাঁরা অন্তর থেকে
বলছেন— খ্যাঙ্ক ইউ দিদি।

পোস্টার বিতর্কে পুরমন্ত্রীকে আড়াল করে স্বমূর্তি চেনাল বাংলা-বিরোধী বিজেপি

প্রতিবেদন : জনগণের ক্ষোভকে ‘যন্ত্রণা ও জ্বালা’ বলে
কটাক্ষ এবং বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা এক মন্ত্রীকে সম্পূর্ণ
সরকারি মদত দেওয়ার মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
অধিকারী ফের প্রমাণ করলেন, এই সরকার আদ্যোপান্ত
বাংলা ও বাঙালি বিরোধী। জলাশয় সংস্কারের মতো
একটি সাধারণ সরকারি মঞ্চকে ব্যবহার করে মুখ্যমন্ত্রী
যেভাবে পোস্টার বিতর্কে অভিযুক্ত নগরোন্নয়ন মন্ত্রী
অগ্নিমিত্রা পালের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা আসলে বাংলার
নিজস্ব সংস্কৃতি ও জনমতকে চরম অবজ্ঞা করারই
নির্লজ্জ আফসোস। ইগনোর দেম, আপনার সঙ্গে পুরো
সরকার আছে— মুখ্যমন্ত্রীর এই একটি বাক্যই বুঝিয়ে

দেয়, বাংলার আবেগ আহত হলেও দিল্লির
অঙ্গুলিহেলনে চলা এই সরকার অহংকারের চূড়ায় বসে
রয়েছে। মন্ত্রীকে আড়াল করার এই মরিয়া চেষ্টার
নেপথ্যে রয়েছে রাজ্যজুড়ে পরিকল্পিত বিজেপিকরণের
এক বৃহত্তর ছক, যা মুখ্যমন্ত্রীর গোটা ভাষণ জুড়েই স্পষ্ট।
দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে বাংলার নিজস্ব মাতৃ আরাধনার
বদলে তাঁর মুখে বারবার শোনা গেছে উত্তরভারতীয়
‘নবরাত্রি’-এর বন্দনা। ইটখোলার দুটি সাধারণ
জলাশয়ের নাম ‘শিব’ এবং ‘শক্তি’ রেখে মুখ্যমন্ত্রী যেন
বুঝিয়ে দিলেন, বাংলার প্রতিটি কোণায় গোবলয়ের
সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়াই তাঁর সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।

বাড়তি দু’দিন সময় চাইলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : ক্যামাক স্ট্রিটের
বিলবোর্ড খোলার ঘটনায় পুলিশি
সহযোগিতার জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময়
চাইলেন তৃণমূল কংগ্রেসের
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
পূর্বনির্ধারিত সূচির কারণ দর্শিয়ে
শেক্সপিরের সরণি থানায় সশরীরে
উপস্থিত না হয়ে, সোমবার সকালে
একটি ইমেল পাঠিয়ে অতিরিক্ত ৪৮
ঘণ্টা সময় চেয়েছেন তিনি। এর
পরেই আগামী বুধবার সকাল
১১টায় নতুন করে তাঁকে হাজিরা
দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। ই-
মেলে অভিষেক জানিয়েছেন,
একজন সাংসদের পূর্বনির্ধারিত
একাধিক কর্মসূচি থাকে। একদিনের
নোটিশে হাজিরা দেওয়ার জন্য
তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে
পারেননি। আর তা ছাড়া পর্যাপ্ত
সময় না দিয়ে এমন একতরফা
তলব করা স্বেচ্ছাচারী ও
অযৌক্তিকও বটে।

তোলা না পেয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করল বিজেপি

প্রতিবেদন: বিজেপির কাটমানি আর তোলাবাজির চেনা সিভিকিট আবার
প্রকাশ্যে। মধ্যমগ্রাম মণ্ডল ২-এর সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ কুণ্ডুর বিরুদ্ধে
মোটাক্ষের তোলা চাওয়ার এবং টাকা না পেয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ করে
দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় মধ্যমগ্রাম পুর এলাকার
দোহারিয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় পুরসভার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন
উঠেছে। সন্তোষ



হালদার নামের
ওই জমির
মালিক জানান,
বৈধ নথি মেনেই
জমিটি কেনা
হয়েছে। জমিটি
সরকারি নথিতে
কোনও ভাবেই
জলাশয় নয়,
বরং ‘বাস্ত’ শ্রেণিভুক্ত। বরং বিজেপির লোকজন সম্প্রতি মোটাক্ষের টাকা
দাবি করেছিল। তা দিতে অস্বীকার করায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কাজে বাধা
সৃষ্টি করা হয়েছে।

তোলা না পেয়েই শুভজিৎ কুণ্ডু অভিযোগ তোলেন যে, সন্তোষ হালদার
একটি পুকুর বুজিয়ে বেআইনিভাবে এই বহুতল তৈরি করছেন। এরপরই এ
দিন দলীয় কর্মীদের একাংশকে নিয়ে চড়াও হয়ে গায়ের জোরে নির্মাণকাজ
বন্ধ করে দেন তিনি বিজেপির এই তোলাবাজি ও দাদাগিরির বিরুদ্ধে সরব
হয়েছে এলাকার সাধারণ মানুষ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি নেতার
বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।



১৩ অক্টোবর
২০২৬

মঙ্গলবার

রাজ্য

13 October, 2026 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অশোকনগরের বালিশায় বন্ধ
ধূপকাঠি কারখানায় আগুন।
মুহূর্তেই এলাকা ঢেকে যায় কালো
ধোঁয়ায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন
এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে

কংক্রিটের শহরে সবুজায়নের ছোঁয়া গ্রিন পুজোয় মেতেছে অ্যাক্রোপলিস

প্রতিবেদন : কংক্রিটের শহরে পুজো মানেই যখন ঝাঁকচককে আলো আর কৃত্রিম থিমের রমরমা, ঠিক তখনই একফালি অকৃত্রিম সবুজ ও মাটির গন্ধ নিয়ে হাজির হল কসবার অ্যাক্রোপলিস মল। তিলোত্তমার আর পাঁচটা শপিং মলের চেনা আভিজাত্যকে একপাশে সরিয়ে রেখে, এবার পুজোর মরসুমে এই মল মেতে উঠেছে প্রকৃতির আবাহনে। সবুজ গাছপালা আর মাটির পাত্রের যুগলবন্দিতে মলের প্রতিটি কোণায় যেন ফুটে উঠেছে বাংলার চিরন্তন গ্রামীণ রূপ।



এবার সবুজের সমারোহের মাঝে বিরাজ করছেন মা দুর্গা। লাল-নীল রঙের ঐতিহ্যবাহী সাজে সজ্জিত দেবী দুর্গার প্রতিমা সবুজের পটভূমিতে হয়ে উঠেছে আরও আকর্ষণীয়। নান্দনিকভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানারকম মাটির পাত্র, কলসি ও পোড়ামাটির শিল্পকর্ম। সব মিলিয়ে শপিং মলের চটকদার

আলোর বৃত্তে এ যেন এক টুকরো শান্ত, ম্লিন মরুদ্যান। প্রকৃতির এই সতেজ ছোঁয়া ও মাটির টান উৎসবের দিনগুলিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। শারদোৎসবের দিনগুলিতে কেনাকাটার পাশাপাশি প্রকৃতির এই শান্ত ম্লিন রূপ উপভোগ করতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন

হাজারো মানুষ।

এই সাজসজ্জার মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মলকে দৃষ্টিভ্রমণ করে তোলা নয়। উৎসবের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার ভাবনাকেও যুক্ত করতে চায় মল কর্তৃপক্ষ। সবুজ গাছপালা ও মাটির উপকরণের ব্যবহার মনে করিয়ে দিচ্ছে, প্রকৃতি এবং মানুষের জীবন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

এই প্রসঙ্গে মল কর্তৃপক্ষ জানান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে আরও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে সবুজ ভবন নির্মাণের ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর দুর্গাপুজোর উদ্‌যাপনেও সেই পরিবেশবান্ধব ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শক্তির প্রতীক মা দুর্গাকে সবুজ প্রকৃতির আবহে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।



■ শারদোৎসব উপলক্ষে এলাকাবাসীদের হাতে দুর্গাপুজোর উপহার তুলে দিলেন প্রাক্তন ভূগমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর পল্টু বণিক। সোমবার বেলেড়ু।

আদালত চত্বরে ধূমপান-গুটখা নয়, পরামর্শ প্রধান বিচারপতির

প্রতিবেদন : আদালত চত্বরে ধূমপান ও গুটখা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের। সোমবার আইনজীবীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বৈঠকে। সেখানেই কলকাতা হাইকোর্ট-সহ রাজ্যের সমস্ত আদালত চত্বরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বিশেষ তৎপরতার কথা বলেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর কথায়, আদালত চত্বরের নিরাপত্তা জোরদার করতে আইনজীবীদের সহযোগিতা ভীষণ প্রয়োজন। এরপরই প্রধান বিচারপতি চিঠি দিয়ে প্রস্তাবের কথা বলেন। তাঁর মতে, আইনজীবী ও অন্যান্যদের প্রবেশের পথে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে তারপর আদালত চত্বরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গেই, রাজ্যের সমস্ত আদালতে সিগারেট, পান ও গুটখা সেবন বন্ধ করার প্রস্তাবের কথা চিঠিতে লিখেছেন বলে জানান প্রধান বিচারপতি। তবে এজলাসে উপস্থিত আইনজীবীরা আদালত চত্বরে ‘স্মোকিং জোন’ করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

হিরে-চুনী-সোনায়ে সেজে ওঠেন উমা আজও ঠাকুর দালানে কামানের শব্দ

প্রতিবেদন: কথায় বলে, মা দুর্গা মর্ত্যে এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়িতে, অন্ন গ্রহণ করেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে আর নাচ দেখেন হাটখোলার দত্ত বাড়িতে। এই প্রবাদ বারেরবারে প্রমাণিত হয় উত্তর কলকাতার দাঁ বাড়িতে প্রতিমাকে দেখলে। ১৮৬ বছর ধরে তাই মহাশ্বেত বসন আর হিরে-চুনী-সোনার গয়নায় সেজে ওঠেন দাঁ বাড়ির একচালার সাবেকি প্রতিমা আজও মহালয়ার পর প্রতিপদ পড়তেই দেবীর বোধন শুরু হয়ে যায় এই বাড়িতে, আর উমা এসে গা ভরিয়ে নেন হিরে-সোনার গয়নায়। ১৮৪০ সালে উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী গোবিন্দচন্দ্র দাঁ এই পুজোর সূচনা করলেও তাঁর পুত্র শিবকৃষ্ণ দাঁ-র আমলে এই পুজো আরও গরিমা লাভ করে। এই শিবকৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত শৌখিন মানুষ। তাই নিজের শখ পূরণ করতে উমাকে তিনি সাজাতেন একেবারে ঘরের মেয়ের মতো করে। সে যুগে দেবী প্রতিমার সাজের জন্য সোনা, রূপো ও হিরের অলঙ্কার এবং বহুমূল্য জবির পোশাক সরাসরি প্যারিস ও জার্মানি থেকে আনিয়েছিলেন তিনি। ব্রিটিশ আমলের সেই চোখখাঁধানো আভিজাত্য আজও অল্পন দাঁ বাড়ির ঠাকুরদালানের প্রতি প্রতিটি ইটে।



হয় গজা, পাশুয়া, বালুসাই, মিহিদানা ইত্যাদি। প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্যন্ত পরিবারের সদস্যেরা নিরামিষ খাবার খান। নবমীর দিন দুপুরে হয় মৎস্যমুখ। কথিত আছে, এই বাড়ির কামানের আওয়াজ শুনেই আশপাশের বারোয়ারি ও সাবেকি বাড়িগুলি তাদের সন্ধিপুজো শুরু করত। এখনও সেই নিয়ম চালু রয়েছে। সন্ধিপুজোর ঠিক শুরুর মুহূর্তে এবং পুজো শেষের লগ্নে আজও ফাঁকা আওয়াজ করে ছোট কামান দাগা হয়।

রাজা আর নেই, রাজত্বও নেই, সবই ধূসর অতীত। তাও এই বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তি, ইতিহাস আর পরম্পরা। এখন হয়তো আগের মতো সেই চোখখাঁধানো জৌলুস নেই, কিন্তু সেই ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছেন সদস্যরা। বাড়ির বেশির ভাগ সদস্য কলকাতার অন্যত্র, বাংলার বাইরে এমনকী বিদেশেও থাকেন। তাঁরা পুজো উপলক্ষে একসঙ্গে মিলিত হন। তাই পুজোর এই পাঁচটা দিন তাঁদের কাছে পরে পাওয়া ১৪ আনার মতো।

বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারে উদ্যোগ

সংবাদদাতা, কুলতলি : গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তা সংস্কারের কাজে গতি আনতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল কুলতলি ব্লক প্রশাসন। সোমবার কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের মিটিং হলে আয়োজিত এই শিবিরে ব্লকের ১৩৩টি সংসদের ১৫০-র বেশি সুপারভাইজার-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। ভিবি-জি রামজি প্রকল্পের অধীনে চলা কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন আরও কার্যকর করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ থাকায় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং রাস্তা সংস্কারের কাজ ব্যাহত হয়েছে বলে অভিযোগ। এর প্রভাব পড়েছে সুন্দরবন লাগোয়া কুলতলির মতো প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও। একদিকে বেহাল গ্রামীণ সড়কের কারণে যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন বাসিন্দারা, অন্যদিকে কাজের অভাবে আর্থিক সঙ্কটে দিন কাটাচ্ছেন বহু শ্রমিক। জীবিকার সন্ধানে তাঁদের অনেককেই পরিয়ায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। সুন্দরবন লাগোয়া এলাকার বহু মানুষের জীবিকা নদী ও জঙ্গলকেন্দ্রিক। ফলে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ঝুঁকিও নিতে হয় তাঁদের।

নিম্নচাপ, পুজোতে চলবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : মঙ্গলবারের মধ্যে আন্দামান সাগরে প্রবেশ করতে পারে ঘূর্ণাবর্ত। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর এই নিম্নচাপের জেরেই পুজোয় ভাসতে পারে বাংলা। আপাতত এখনও পর্যন্ত আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস এমনটাই। মহালয়ার পর আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে জানালেও পঞ্চমী থেকে বৃষ্টি দেখা মিলবে আবার। মৌসম ভবন জানিয়েছে, মালাক্কা প্রণালীর উপর একটি উর্ধ্ব-বায়ুমণ্ডলীয় ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯.৪ কিলোমিটার উচ্চতায় অত্যন্ত সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। এই নিম্নচাপের গতিপথের উপরে নির্ভর করছে পুজোর সময় বাংলায় কতটা বৃষ্টি হবে। আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, নিম্নচাপ যদি উত্তর বঙ্গোপসাগর উপকূলের দিকে এগিয়ে আসে তা হলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। আপাতত পঞ্চমী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। পঞ্চমীতে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ষষ্ঠীতে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। হালকা বৃষ্টি চলবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামেও। সপ্তমীতে দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং হুগলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে সপ্তমীতে। অষ্টমীতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গোড়। উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে।

ফরাসি শরণার্থীকে জামিন হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরোনোর অভিযোগে ধৃত ফরাসি শরণার্থী রকি ফ্রান্সিস ডি'কোস্তার জামিন মঞ্জুর করল হাইকোর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স আইনের ২১ নম্বর ধারা এবং ১৯৬৭ সালের পাসপোর্ট আইনের ১২ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। সোমবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করে কলকাতা হাইকোর্ট বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাস জানিয়েছেন, তদন্ত শেষ হয়ে চার্জশিট জমা পড়ে গিয়েছে। আর হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অতীতে কোনও অপরাধের রেকর্ড নেই। তিনি ফ্রান্সের বৈধ পাসপোর্ট এবং ফরাসি সরকারের দেওয়া শরণার্থী স্ট্যাটাসের নথি পেশ করেছেন। পাশাপাশি, আদালতের নজরে আনা হয়, ধৃত ডি'কোস্তার মা ২০২২ সাল থেকে ভারতে চিকিৎসাধীন।

দার্জিলিংয়ের রিচমন্ড হাইকের সামনে ঘন জঙ্গলে দেখা গেল বিরল প্রজাতির মেলানিস্টিক বা কুচকুচে কালো শিয়াল। বন দফতরের দাবি, প্রথমবার এ ধরনের শিয়াল পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছে

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

■ পুজোর কেনাকাটা করার স্বপ্ন নিয়ে কেরল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ৩০ বছর বয়সি যুবক স্বপন মুন্ডা। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না। ট্রেন থেকে পড়ে মমাস্তিক মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের। কেরলে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মমাস্তিক মৃত্যু হল রাজমিস্ত্রির হেল্লার হিসেবে কর্মরত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে কেরালার আলুভা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের বাড়ি আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বপন মুন্ডা গত প্রায় ১০ বছর ধরে কেরলে রাজমিস্ত্রির হেল্লার হিসেবে কাজ করছিলেন। কিছুদিন আগেই ফের কাজে গিয়েছিলেন তিনি। দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাড়িতে আসার জন্য তাঁর মামা রামায় মুন্ডার সঙ্গে ট্রেনে চেপে রওনা হয়েছিলেন।

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ



■ উজিরপুর থেকে বটুন পর্যন্ত পিচঢালাই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হতেই কাজের গুণমান ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে সরব হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। ঠিকাদারপক্ষের আশ্বাসে সাময়িক কাজ বন্ধ থাকার পর ফের কাজ শুরু হলেও রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়ে গিয়েছে।

হাতির হানায় মৃত্যু



■ বীরপাড়া চা বাগানের টুকরা জটেশ্বর ডিভিশনে শনিবার ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছিল এক অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিকের। সেই ঘটনার জের কাটতে না কাটতেই, ফের একবার হাতির হানায় মৃত্যু হল আরেক অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিকের। সোমবার সকালে বীরপাড়ার দলমোড় চা বাগানে হাতির হানায় মৃত্যু হয় কালু থাপা (৭০) নামের ওই শ্রমিকের। সকাল ৭টা নাগাদ কালু বাবু বাড়ির উঠানের জমে থাকা ময়লা আবর্জনা বাড়ির পেছনের নালায় ফেলতে গিয়েছিলেন। ঠিক তখনই হামলা চালায় হাতি।

পুজোর মুখে বন্ধার পর্যটনে ধস, রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে শুরু আন্দোলন

প্রতিবেদন : বাধিনি ছাড়ার কারণে বন্ধায় পর্যটনের সব কাজ বন্ধ। বন দফতরের এই সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। রাজ্যের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়ে দশ দফা দাবিতে ১৮টি গ্রামসভার যৌথ মঞ্চ অবস্থান-আন্দোলনে নামায় চরম অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বন্ধার পর্যটনে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, তার পরেও জেলার ভূমিপুত্র দুই মন্ত্রী মনোজ ওরাও এবং বিশাল লামা চূপ করে রয়েছেন, কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। রবিবারও নিজেদের দাবিতে বন দফতরের রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে অবস্থান চালিয়েছে যৌথ মঞ্চ। গত ১৬ সেপ্টেম্বর বন্ধা-সহ সারা দেশের জঙ্গল খুলে গিয়েছে। কিন্তু, বিহারের বাস্মিকি টাইগার ফরেস্ট থেকে আনা বাধিনি ছাড়ার কারণে বন দফতর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধায় পর্যটনের কাজ বন্ধ রাখে। শনিবার ১০ অক্টোবর থেকে বন দফতর এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। কিন্তু, সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরেও আন্দোলনকারীরা



■ দাবি পূরণ না হলে চলবে আন্দোলন, জানিয়ে দিলেন অবস্থানরতরা।

তাঁদের দাবিতে অনড়। তাদের দাবি, বন্ধার জঙ্গলে চুকতে কোনওভাবেই প্রবেশমূল্য নেওয়া যাবে না। কারণ, প্রবেশমূল্যের জন্য স্থানীয়দেরও হেনস্থা হতে হচ্ছে।

আন্দোলনকারীদের কথায়, রাজাভাতখাওয়ায় পূর্ত দফতরের বানানো রাজ্য সড়ক থেকে বন দফতরের চেকপোস্ট তুলে দিতে হবে। গত মঙ্গলবার থেকে এই দাবিতে বন দফতরের ওই চেকপোস্টে ধরনা-অবস্থানে বসে যৌথ মঞ্চ। টানা চার দিন ধরনা চলার পর আন্দোলনকারীরা শনিবার চেকপোস্টের সামনে রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী রাজ্য সড়ক দিনভর অবরোধ করেন। পরে সন্ধ্যায় প্রশাসন আন্দোলনকারীদের বুঝিয়ে কোনওরকমে অবরোধ তুলে দেয়। কিন্তু, আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবিতে অনড়। তাই রবিবারও চেকপোস্টের সামনে ধরনা-অবস্থানে শামিল হন আন্দোলনকারীরা। ফলে এদিনও সাফারির জন্য গাড়ির চাকা গড়ায়নি বন্ধার জঙ্গলে। এদিকে, বন্ধ হোমস্টেও। অচলাবস্থা চলায় পর্যটকরাও বন্ধা থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। হিড়িক পড়েছে বুকিং বাতিলের। রবিবার রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টের পাশে বন দফতরের টিকিট কাউন্টারে কোনও পর্যটককে টিকিট কাটতে দেখা যায়নি।

পড়ুয়াদের ওপর নির্যাতন, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পড়ুয়াদের ওপর প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল জলপাইগুড়ির কদমতলা এলাকার মারোয়াড়ি বালক হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বিদ্যালয়ের সামনে একজোট হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐতিহ্যবাহী এই হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা কমে মাত্র ১৫ থেকে ২০ জনে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়ে একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী শিক্ষক কর্মরত। অভিভাবকদের দাবি, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রায় প্রতিদিনই ছাত্র-ছাত্রীদের মারধর করা হতো। এমনকি বিদ্যালয়ের বেল



বাজানোর লাঠি দিয়েও মারধর করা হতো বলে অভিযোগ। বাড়িতে ফিরে শিশুরা এই বিষয়ে জানানোর পর অভিভাবকরা একাধিকবার প্রধান শিক্ষকের দ্বারস্থ হলেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এক পড়ুয়ার মা বিনিতা মণ্ডল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষার আলো দিতে স্কুলে পাঠাই, মার খাওয়ার জন্য নয়।

প্রশ্নের মুখে পথ নিরাপত্তা, বাইকের ধাক্কায় আহত ও বাইক আরোহী

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : শিকের পথ নিরাপত্তা। রোজ বাড়ছে দুর্ঘটনা। সোমবার সন্ধ্যায় একটি বাইক ধাক্কা মারে সাইকেল আরোহীকে। মোটর বাইকে থাকা তিনজনও উল্টে পড়ে যায়। প্রশ্ন উঠেছে কোথায় পথ নিরাপত্তা? বাইকে চার সওয়ারি। কারও মাথায় হেলমেট নেই, কোথায় ছিল ট্রাফিক পুলিশ? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিরহাটের দিক থেকে এক ব্যক্তি সাইকেলে চেপে ধূপগুড়ির অভিমুখে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল ওই সাইকেল আরোহীকে সরাসরি সজোরে ধাক্কা মারে। ছিটকে রাস্তায় পড়েন সাইকেল চালক ও বাইকের দুই আরোহী। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা তৎক্ষণাৎ আহতদের মধ্যে দু'জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকল ও স্থানীয় থানায়। পরবর্তীতে ধূপগুড়ি দমকল বাহিনীর কর্মীরা পৌঁছলে তাঁদের সহযোগিতায় আরও এক আহতকে উদ্ধার করে একই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জখমদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে বিলম্বে পৌঁছায় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। উদ্ধারকাজের মাঝেই জনতা দমকল কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান।

ডোকরার ছোঁয়ায় দিনহাটায় হরপ্পার ইতিহাস

প্রতিবেদন : হরপ্পার ইতিহাস উত্তরবঙ্গের দিনহাটার মণ্ডপজুড়ে। নিখুঁত কাজে স্পষ্ট ফুটেছে উঠেছে সভ্যতার ছোঁয়া। ডোকরাশিল্পের এক অনন্য ও প্রাচীন ঐতিহ্য পুরুলিয়া, বাঁকুড়া বা পশ্চিম মেদিনীপুরের গণ্ডি পেরিয়ে এবার উত্তরবঙ্গের দিনহাটাতো এই ধ্রুপদী শিল্পের ছোঁয়া লেগেছে। সৌজন্যে দিনহাটা বুড়িপাড়া রাসবিহারী ইউনিট দুর্গাপুজো কমিটির ৪৭তম বর্ষের দুর্গাপুজো। সাধারণ দর্শনার্থীদের ভ্রমিৎকরমের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই দুর্লভ শিল্পকলা এখন পুজোমণ্ডপের প্রধান আকর্ষণ। গত চার দশকে দিনহাটার পুজো পরিক্রমায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। চিত্রাচারিত বাঁশ ও কাপড়ের সাজ ছাপিয়ে এখন আধুনিক থিম ভাবনাই দর্শকের মন জয় করছে। ফালাকাটার প্রখ্যাত শিল্পী সুজন দাসের নিপুণ হাতে মণ্ডপজুড়ে ফুটে উঠছে ডোকরাশিল্পের



মনোমুগ্ধকর কারুকার্য। সাধারণত ডোকরাশিল্পে লস্ট-ওয়াক টেকনিক বা মোম ঢালাই পদ্ধতির মাধ্যমে তামা, পিতল বা ব্রোঞ্জের নানা ধরনের পুতুল, দেবদেবী ও পশুপাখি তৈরি করা হয়। তবে এই মণ্ডপে ডোকরার সঙ্গে মিশেছে ইতিহাস। শিল্পী সুজন দাস জানান,

মণ্ডপসজ্জায় ডোকরা শৈলীর মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন হরপ্পা ও মহেন-জো-দারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ফাইবার, লোহার ফ্রেম এবং লোহার শিটের ওপর নান্দনিক কারুকার্যের সাহায্যে প্রাচীন সেই সভ্যতাকে জীবন্ত করে তোলা হচ্ছে, যা আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে করিয়ে দেবে। পুজো কমিটির সম্পাদক অমিত সাহা জানান, দিনহাটার পুজো মানেই দর্শনার্থীদের জন্য বাড়তি উদ্ভাসনা ও চমক থাকে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই তাদের ৪৭তম বর্ষে বাংলার এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ধাতবশিল্পকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। মণ্ডপের গেট থেকে শুরু করে ভেতরের কাঠামো এবং প্রতিমা— সব জায়গাতেই ডোকরা শিল্পকলার মেলবন্ধন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।



এ যুগের দশভুজা দুর্গা হয়ে স্বামীর অসমাপ্ত কাজ শেষ করছেন বেবি



প্রতিবেদন : দুর্গা শুধু মূর্তিতে নন, আছেন বাস্তব জীবনেও। আমাদের চারপাশে বহু দুর্গা আছেন, যাঁরা দশহাতে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে জয়ী হচ্ছেন। তেমনই এক দুর্গা হলেন বেবি সিংহ। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বামী শিবশঙ্করের সিংহ আকালেই প্রয়াত হয়েছেন। শিবশঙ্কর ছিলেন মৃৎশিল্পী। দুর্গাপূজায় অনেকগুলো প্রতিমার অর্ডার পেয়েছিলেন। তাঁর হঠাৎ প্রয়াণে অথৈ জলে পড়েন বেবি। কিন্তু হাল ছাড়েন না। শোক চেপে রেখে স্বামীর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হাতে তুলে নিয়েছেন রং-তুলি। মাটির প্রতিটি প্রলেপে মিশে রয়েছে স্বামী শিবশঙ্করের স্পর্শ। শোক, স্মৃতি আর প্রিয় মানুষটিকে হারানোর যন্ত্রণা চেপে রেখেই দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই শুরু করেছেন। ঝাড়গ্রাম শহরের নতুনডিহির শিল্পালায়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিমা গড়েছেন শিবশঙ্কর। পারিবারিক পরম্পরা ছিল না। নিজের আগ্রহেই শুরু করেছিলেন মৃৎশিল্পের কাজ। ধীরে ধীরে নামডাক হয় শিল্পী হিসেবে। এবারও দুর্গাপূজার অনেক আগে থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেন। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ থেমে যায় জীবন। পূজো উদযোজ্যদের সময়ে প্রতিমা দিতে হবে, স্বামী হারানোর শোককে ছাপিয়ে এই ভাবনাই তাঁকে বেশি আচ্ছন্ন করে। এক বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে শিক্ষাকর্মীর চাকরি সামলে নিয়মিত আসছেন শিল্পালায়ে। স্বামীর গড়ে রাখা খড়ের কাঠামোয় মাটি চাপাচ্ছেন, গড়ছেন প্রতিমার অবয়ব। স্বামীই হাতে ধরে শিখিয়ে ছিলেন কাজ। এখন তা কাজে লাগছে। বেবি বললেন, ওঁর কাছে প্রতিমার চোখ আঁকা শিখেছিলাম। সাহস করে এবার সেটাই করেছি। তবে ভারী কাজগুলো করতে শিবশঙ্করের ছাত্র গোপাল শিটও খুবই সাহায্য করছে। দু'জনে সম্পূর্ণ করছেন শিবশঙ্করের ফেলে যাওয়া ছটি অসমাপ্ত দুর্গাপ্রতিমা। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে লক্ষ্মী, কালী ও জগদ্ধাত্রী প্রতিমাও। যদিও প্রতিটি প্রতিমার নীচে শিল্পী হিসাবে নাম থাকবে শিবশঙ্কর সিংহের। মৃত্যুর পরেও তাঁর পরিচয় বেঁচে থাকবে নিজের সৃষ্টিতে।

পুরপ্রধান নির্বাচনের দিন তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা বিজেপির

খড়াপুর পুরসভা

প্রতিবেদন : খড়াপুর পুরসভায় পুরপ্রধান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধুমুকার কাণ্ড। সোমবার সকাল থেকেই উত্তেজনা তৈরি হয় পুরসভার সামনে। গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি-কর্মী সমর্থকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। কিন্তু পুরসভার গেট খুলতে বাধা দেয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। রীতিমতো পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এর জেরে ধুমুকার পরিস্থিতি তৈরি হয় পুরসভার সামনে। কিন্তু এই অশান্তির কারণ কী? সম্প্রতি প্রাক্তন পুরপ্রধান কল্যাণী ঘোষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন ১৪ জন কাউন্সিলর। গোটা বিষয়টাই হয় বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে। তাই সোমবার



চেয়ারম্যান নির্বাচনের কথা থাকলেও তার আগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরসভা-চত্বর। বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা আগেভাগে হাজির হয়ে পুরসভার গেটে তালা বুলিয়ে দেয়। কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দেয়নি তারা। গেটের বাইরে তৃণমূল কর্মীদের দেখতে পেলেই ডিম ছুঁড়তে থাকে বিজেপি কর্মীরা।

পুরসভায় ঢুকতে যাওয়ার পথে তৃণমূল কাউন্সিলরদের গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এরপর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন হামলার শিকার-হওয়া তৃণমূল কাউন্সিলররা। এরপর ঘটনাস্থলে আসে খড়াপুর টাউন থানার পুলিশ। এই ঘটনার জেরে পুরসভার সামনের রাস্তায়

যান চলাচল ব্যাহত হয়। প্রসঙ্গত, খড়াপুর পুরসভার ৩৫ আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে রয়েছে ২৪ ওয়ার্ড। বিজেপির দখলে রয়েছে ৬ ওয়ার্ড। কংগ্রেসের দখলে রয়েছে ৪ ওয়ার্ড। সিপিএমের দখলে ১টি। গা-জোয়ারি করে খড়াপুর পুরসভা দখল করার জন্যই এই গুন্ডামি করল বিজেপি।

গরুপাচার রুখতে ব্যর্থ প্রশাসন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সরকারে এসেও গরু পাচার বন্ধ করতে পারছে না বিজেপি। শুধু মুখেই বড় বড় কথা। এবার যা ঘটল তাতে চমকে যেতে হবে। কন্টেনারের করে পাচার হচ্ছিল গরু। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জাতীয় সড়কে পরপর দুটি কন্টেনার আটক করে ৫৩টি গরু উদ্ধার করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। রবিবার রাতে ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কে গজাশিমুলের কাছে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে। ধৃতদের নাম মহম্মদ রাইজউদ্দিন, শেখ মুস্তাফা ও শেখ শারীফ। তিনজনই হুগলির পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওড়িশার টেক্সা এলাকা থেকে গরুগুলিকে কন্টেনারে বোঝাই করে হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ গজাশিমুলে কন্টেনার দুটি আটক করে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় ৫৩টি গরু। কন্টেনারের ভিতরে গরুগুলিকে দাঁড় করিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। গরমে গরুগুলির যাতে মৃত্যু না হয়, তার জন্য ভিতরে পাখার ব্যবস্থাও ছিল। উদ্ধার হওয়া গরুগুলিকে ঝাড়খন্ডের চাকুলিয়ার গোশালায় পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং গরু

পাচার-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সোমবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের তিনদিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বরও ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দমনি এলাকায় দুটি লরি আটক করে ৫৩টি গরু উদ্ধার করেছিল মানিকপাড়া পুলিশ বিট হাউস। সেই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিলেন দুই লরিচালক। ফের আরও একবার একই ঘটনা ঘটল। এবার ঝাড়গ্রামে।

প্রতারণায় ধৃত ১

প্রতিবেদন : কর্নেল সেজে প্রতারণা করার অভিযোগে মুর্শিদাবাদে গ্রেফতার এক যুবক। নাম তরুণ দাস। স্পেশাল কর্নেল বলে এলাকায় পরিচয় দিত। অনেককে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকাও তুলেছে। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির ওই বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে নবগ্রাম থানার পুলিশ। জানা গেছে, ধৃত যুবক সেনাবাহিনীর পোশাক পরে চারচাকা গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াত। সম্প্রতি তাঁর গতিবিধি ও আচরণ নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় আটক করা হয়। তাঁর পেশাগত কোনও বৈধ পরিচয়পত্র বা নথি সে দেখাতে পারেনি।

জৌলুস গেলেও এখনও নির্ভার সঙ্গে পূজো মেদিনীপুরের রায় পরিবারে

প্রতিবেদন : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা বিধানসভার শ্যামচক গ্রামের রায় পরিবারের দুর্গাপূজো। প্রায় ১৪৫ বছরের পুরনো। মহামান্য নরসিংহরাম রাও প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে বিহারের মজফফরপুরের সীতামারী নামের একটি গ্রাম থেকে শ্যামচক গ্রামে এসেছিলেন। নরসিংহরামের পৌত্র বাঞ্ছারাম রাও তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১৯ মে ১৭৮৪ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সনদ লাভ করেছিলেন। বাঞ্ছারামের পৌত্র জীতমোহন সরকারের পক্ষের হয়ে আলি হোসেন খাঁর সঙ্গে মামলা করে ৭ জানুয়ারি ১৮৪১ সনদ লাভ করেন। লর্ড অকল্যান্ড এর আমলে ৩৯৮ নং সনদ লাভ করেন। এই সনদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান পরিবারের কাছে অপরিহার্য।

রায় পরিবারের কুলদেবতা মাতা সিংহবাহিনী। তাঁর পূজা নরসিংহরাম রাও (রায়)-এর আমল থেকেই চলে আসছে। কৈলাসচন্দ্র রায় ও গিরিশচন্দ্র রায় ১৮৮৩ সালে লর্ড রিপনের আমলে প্রথম প্রতিমা পূজোর প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে সিংহবাহিনী পূজোও এই দুর্গাপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়। ঘটপূজো থেকে দুর্গাপূজায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে সেই পূজো প্রায় ১৪৫ বছরের পুরনো। যা রায় পরিবারের দুর্গাপূজা নামেই পরিচিত। তখন আশপাশে দুর্গাপূজা ছিল না। আর জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজো হতো খুব জাঁকজমক করে। আশপাশের গ্রামের মানুষজনের ভিড় থাকতো জমিদারবাড়ির পূজোয়। কালের নিয়মে জমিদারপ্রথা আর নেই। কিন্তু পূজো রয়ে গেছে। তবে রাজপাঠ চলে গেলেও রাজকীয়



ভাবটা থেকে গেছে। এখন বর্তমান রায় পরিবার দশম প্রজন্ম এই পূজোর দায়িত্বে। আগে পূজোর জন্য সরকারি সাহায্য পেত এই পূজো। এখন তাও বন্ধ।

এখন পরিবারের চাকুরি জীবন থেকে অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পেনশনের টাকায়, এবং চাষ যোগ্য জমি থেকে ফসলের টাকায় পূজা চালাচ্ছে শ্যামচকের রায় পরিবার। পরবর্তীতে পূজা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় সরকারি সাহায্যের আবেদন করেছেন রায় পরিবারের সদস্যরা। পূজা শুরু হয় পঞ্চমীর সঙ্গে থেকে। ষষ্ঠীতে রীতি মেনে পূজো চলে। সপ্তমী দিন নবপত্রিকা নিয়ে মহাস্থান যাওয়া হয়। অষ্টমী দিন অন্নভোগে আগে পাঁচখানা গ্রামে নিমন্ত্রণ হত। এখন শুধু মাত্র শ্যামচক গ্রামের লোকজনই আসেন। সন্ধিপূজা থেকে দশমী—পূজোর আনন্দে মেতে থেকে গোটা পরিবার-পরিজন ও গ্রামবাসী।

ছাইগাদা খসে মৃত এক যুবতী।
আহত আরও এক যুবতী।
মৃত্যুর নাম পূজা মাঝি (২৫)।
দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া
জেলার বলরামপুর থানা
এলাকার বেড়মায়

নার্সকে হেনস্থা, ধৃত
স্বাস্থ্য আধিকারিক



■ ধৃতকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালতে।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দেননি নার্স। তাই কর্তব্যরত নার্সকে যৌন হেনস্থা ও মারধরের অভিযোগ উঠল বিএমওএইচের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে, ওই তরুণী কমিউনিটি হেলথ অফিসার। গত বৃহস্পতিবার ওই নার্স কিছু কাগজপত্র আনার জন্য গড়বেতার বিএমওএইচ অফিসে যান। অভিযোগ, তাঁকে প্রেম-প্রস্তাব দেন ওই আধিকারিক। তাতে সাড়া দেননি নার্স। সেই প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় নার্সকে যৌন হেনস্থা করা হয়। মারধরও করা হয় ওই নার্সকে। আহত অবস্থায় ওই নার্স গড়বেতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লজ্জায় প্রথমে থানায় যেতে চাননি ওই নার্স। রবিবার তিনি থানায় যান। বিএমওএইচ প্রবীরকুমার বাউড়ির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা ও মারধরের অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনার পর বিএমওএইচ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। গড়বেতা থানার পুলিশ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। রবিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ওই আধিকারিককে সোমবার গড়বেতা আদালতে পেশ করা হয়। ওই স্বাস্থ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, অতীতে একাধিক নার্সকে কুপ্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। তার জন্য সাবধানও করা হয়েছিল।

গার্লস হস্টেলের খাবারে মাদক! অসুস্থ বহু ছাত্রী, তীব্র শোরগোল মুর্শিদাবাদে

প্রতিবেদন : গার্লস কলেজের হস্টেলের খাবারে মাদক! আর সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অন্তত ৪৪ জন ছাত্রী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুরের টেক্সটাইল কলেজ মোড় সংলগ্ন কেন্দ্রীয় তফসিল গার্লস হস্টেলে। অসুস্থ ছাত্রীরা মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ছাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতে খাবার তৈরির দায়িত্বে থাকা রাঁধুনিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় তফসিল গার্লস হস্টেলে বহু ছাত্রী থাকেন। অন্যান্য দিনের মতোই শনিবার রাতের খাবার খান তাঁরা। জানা যায়, এর কিছুক্ষণ পরেই একের পর এক ছাত্রী



অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে হস্টেলের নিরাপত্তারক্ষীরা অসুস্থ ছাত্রীদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

ছাত্রীদের কথায়, রাতের খাবারে মাদক মেশানো হয়েছিল। আর তা খেয়েই একে একে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছাত্রীদের আরও দাবি, খাবার খেয়ে বমি বা অন্য কিছু হয়নি তবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন

সবাই। এদিকে, এই ঘটনায় হস্টেলের রান্নাঘরের একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। যেখানে অভিযুক্ত রাঁধুনিকে কিছু মেশাতে দেখা গেছে। যদিও প্রকাশ্যে আসা ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি জাগো বাংলা। তবে ওই হস্টেলে থাকা কিছু ছাত্রী জানিয়েছেন, পনিরের তরকারি তাঁদেরই দুই সহপাঠী এবং হস্টেলের নিরাপত্তারক্ষী ও রাঁধুনি খাননি। ফলে তাঁরা কেউই অসুস্থ হননি। কিন্তু যারা যারা ওই খাবার খেয়েছেন, সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘটনার পরেই বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রীরা। সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একটা বিষয় এখানে উঠে এসেছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই বিষয়ে থানায় কিছু জানায়নি! ছাত্রীরাই উদ্যোগ নিয়ে জানান।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা, কাঁকসায় ধৃত স্বামী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত কাণ্ড কাঁকসার রাজবাড়ি। বচসার জেরে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কোপানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আক্রান্ত গৃহবধূকে ভর্তি করা হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত স্বামী স্বরূপ হালদার এবং মদত দেওয়ার অভিযোগে বাপি হালদার নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত দুজনেরই বাড়ি রাজবাড়ির কলেজ পাড়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে রাজবাড়ির কলেজ পাড়ায় স্বরূপ হালদারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বচসা শুরু হয়। পারিবারিক অশান্তি ক্রমশ চরমে উঠতেই উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন স্বরূপ। গৃহবধূর শরীরের একাধিক জায়গায় কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত



অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ছড়ায় চাঞ্চল্য। এরপরই আক্রান্ত গৃহবধূর পরিবারের তরফে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার পিছনে ঠিক কী কারণ ছিল এবং হামলায় অন্য কারও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বুকের রক্তে মায়ের আরাধনা! খ্যাপা মায়ের পুজোয় অটুট এই নিয়ম

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রক্ত দিয়ে বুক চিরে বের করা হয় রক্ত। সেই রক্তেই হয় দেবীর আরাধনা। অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে দেবীর পা থেকে ফুল পড়ার অপেক্ষা, আর সেই ফুল মাটিতে পড়লেই শুরু হয় মায়ের জয়গান। এমনই এক প্রাচীন রীতি, বিশ্বাস আর কঠোর নিয়মে আজও নিষ্ঠার সঙ্গে হয়ে আসছে অভ্যন্তরীণ দক্ষিণখণ্ড এলাকার ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো। প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো এই পুজোয় দেবী পরিচিত খ্যাপা মা নামে। এই পুজোর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজপরিবার, জঙ্গল কেটে বসতি গড়া, অলৌকিক স্বপ্নাদেশ এবং দেবীর শাখা পরার এক আশ্চর্য কাহিনি। জানা যায়, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ছিলেন এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা। সে সময় তাঁরা বর্ধমান রাজ্যের পুরোহিত ছিলেন। রাজ্যের সঙ্গে মনোমালিন্যের পর গঙ্গাধর ভট্টাচার্য গড়জঙ্গলে এসে বসতি গড়েন।



দিদির পোস্তার হাতে দিল্লির জনশ্রোতে তৃণমূল কর্মীরাও

(প্রথম পাতার পর)

শিবসেনা-ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউত, সিপিআইএমএল সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। বারাক্ষিকার কাছে বাস থেকে নেমে যান ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব। তার পরে ভিড়ের সঙ্গে হাটতে থাকেন তাঁরা। দিল্লির মিছিলে নেত্রীর ছবি নিয়ে পা মেলায় তৃণমূল কর্মীরা। তাঁরা স্লোগান দেন, জয় বাংলা, ভোট চোর-গোদা ছোড়া।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া এবং নানা বেনিয়মের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ইন্ডিয়া জোটের ১১ জন শীর্ষ নেতা। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম চালানো হচ্ছে। আবেদনকারী নেতাদের তালিকায় রয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে, তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের তেজস্বী প্রসাদ যাদব, শিবসেনার (ইউবিটি) সঞ্জয় রাউত, সিপিআই(এম) নেতা এম এ বেবি, সিপিআই নেতা ডি রাজা, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মনুয়া মাজি, এনসিপি-র (শরদচন্দ্র পণ্ডার গোষ্ঠী) সুপ্রিয়া সুলে এবং



ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ-এর মহামুদ বশীর। 'ইন্ডিয়া' জোটের এই যৌথ পদক্ষেপ শাসকদলের ওপর রাজনৈতিক চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। এর আগে এসআইআর প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং দিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের আচরণ নিয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিতে চেয়েছিলেন বিরোধীরা। রবিবারই 'সুপ্রিম কোর্ট অভিযান'-এর কথা ঘোষণা করেছিল বিরোধী শিবির 'ইন্ডিয়া' জোট। ঠিক হয়েছিল সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর সঙ্গে দেখা করে

স্মারকলিপি দেবেন রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব-সহ বিরোধী শীর্ষনেতারা। তবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু মামলা ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে বিচার্যমান থাকায় প্রধান বিচারপতি সাক্ষাৎ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বিরোধীরা চাইলে আইনি প্রক্রিয়ায় পৃথক আবেদন দায়ের করতে পারেন। সোমবার বিকেলে সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া-র বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করেন রাহুল গান্ধী। সুপ্রিম কোর্টের কাউন্সিলর বন্ধ হওয়ার ঠিক কয়েক মূহূর্ত আগে প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড এস প্রসন্ন এই মামলাটি নথিভুক্ত করেন।

প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, সোমবার যদি এই অভিযোগগুলি নিয়ে কোনও আবেদন বা মামলা করা হয়, তবে সুপ্রিম কোর্টের তালিকাভুক্ত মামলাগুলির পরবর্তী শুনানির দিন তা গ্রহণ করা যেতে পারে। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'লাইভ ল' অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে মঙ্গলবারই এসআইআর সংক্রান্ত কিছু মামলার শুনানি রয়েছে শীর্ষ আদালতে। ওই মামলাগুলির সঙ্গে রাহুলের আবেদনটিও শুনানির জন্য উঠতে পারে।

মোবাইল ফেটে আহত

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পকেটের মধ্যেই ফেটে গেল মোবাইল। হল তীব্র বিস্ফোরণ। মঙ্গলবার ডেবরা বাজারে দুপুরে এক যুবকের পকেটের মধ্যে থাকা মোবাইল ফোন হঠাৎ বিস্ফোরণ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এই ঘটনায় যুবকের হাতের কয়েকটি আঙুল জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে বর্তমানে ওই যুবক সুস্থ রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুরে ডেবরা বাজারে ছিলেন ওই যুবক। আচমকাই তাঁর পকেটে থাকা মোবাইল ফোনটি ফেটে যায়। আচমকা এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। বিস্ফোরণের জেরে তাঁর হাতের কয়েকটি আঙুলে আঘাত লাগে। অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, পকেটের মধ্যে থাকা মোবাইল ফোন কীভাবে হঠাৎ ফেটে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মোবাইলের ব্যাটারিতে কোনও সমস্যা ছিল কি না, নাকি অন্য কোনও কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বিহারের 'সার' মামলায় উঠলই না ফর্ম ৬ প্রসঙ্গ

সিদ্ধান্ত হয়নি বদলের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: ফর্ম ৬ অনুমোদিত কি না, সে ব্যাপারে আদৌ কোনও সিদ্ধান্তই হয়নি। সিদ্ধান্ত হয়নি এর বৈধতা নিয়েও। স্পষ্ট জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত মামলায় নতুন ফর্ম ৬-এর অনুমোদন নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিহার এস আই আর মামলার রায়ে নিবর্চন কমিশনের চালু করা নতুন ফর্ম ৬ অনুমোদিত কি না, সেই প্রশঙ্গ ওঠেইনি। কারণ সেই মামলায় এর কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ফলে অনুমোদন দেওয়া বা না দেওয়ার কোনও প্রশঙ্গই ওঠেইনি। এর বৈধতার বিষয়েও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি আদালত। অথচ অদ্ভুত বিষয়, নিবর্চন কমিশন দাবি করেছিল ফর্ম ৬এর বদলে অনুমোদন দিয়েছে শীর্ষ আদালত।



মামলার এক আবেদনকারী দাবি করেছিলেন, আদালত তার রায়ে জানিয়েছিল যে নতুন ফর্ম বদল ৬ অনুমোদিত নয়। অন্যদিকে, ভারতের নিবর্চন কমিশনের বক্তব্য, ফর্মটিতে বদল অনুমোদিত। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, বিহার এসআইআর মামলার রায়ে নতুন ফর্ম ৬-এর বদলে অনুমোদন বা অননুমোদনের সিদ্ধান্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। নতুন ফর্ম ৬-এর অনুমোদন নিয়ে আবেদনকারী ও নিবর্চন কমিশনের ভিন্ন অবস্থানের মধ্যেই আদালতের মত সামনে এল। আগেই শীর্ষ আদালতে জানায়, ফর্ম ৬-এর পরিবর্তনে সুপ্রিম কোর্টের কোনও অনুমোদন ছিল না। সোমবার তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়ে দিল, বিহারের এসআইআর মামলার রায়ে নতুন ফর্ম ৬-এর প্রশঙ্গ খতিয়ে দেখা হয়নি। কারণ, সেই মামলায় এর কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ফলে কোনও অনুমোদন দেওয়া বা বিরোধিতা কিছুই করেনি আদালত। এর বৈধতার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি আদালত, স্পষ্ট করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এর আগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর নিবর্চন কমিশন একটি বিবৃতি দিয়ে দাবি করেছিল, ফর্ম ৬ আবেদনের সঙ্গে ভোটারদের যে ঘোষণাপত্র দিতে হয়েছে, তা বহাল রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি উঠছে, তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে পাঠা মামলা করেছেন প্রিয়া মিশ্র নামে এক মহিলা। এদিন সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ডি মোহনর বেঞ্চ মামলাকারী আইনজীবী নতুন ফর্ম-৬ সংক্রান্ত বিষয়টি তুলে ধরেন।

জ্ঞানেশকে রাজসাক্ষী হতে পরামর্শ দিলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি: সোমবার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা চেয়ে ইন্ডিয়া ব্লকের কর্মসূচি শুরুর আগেই মুখ্য নিবর্চন কমিশনারের বিরুদ্ধে সুর আরও চড়াইলেন রাহুল গান্ধী। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জ্ঞানেশ কুমারের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতা বলেন, রাজসাক্ষী হয়ে যান। পদত্যাগ করুন। সেটাই হবে আপনার দেশসেবা। কিছুটা কটাক্ষের সুরেই বললেন, ঘুমোতে পারছেন না জানি। আপনি (জ্ঞানেশ) অপরাধ করেছেন। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আপনি মূল অপরাধী নন। আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু এই ভুলের নেপথ্যে আপনার মস্তিষ্ক নেই। আমরা জানি, আপনি কী পরিমাণ চাপের মধ্যে রয়েছেন।

এদিন রাহুল গান্ধী দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ভিতরের কথা তিনি জানতে পারছেন সরকারের অন্দরমহল থেকেই। রাহুল বলেন, ইডি, সিবিআই-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০ অফিসার আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে রয়েছেন। অর্থাৎ রায়বরেলির সাংসদ বোঝাতে চেয়েছেন, নরেন্দ্র মোদি সরকারের অন্দরমহলেও তাঁর লোক রয়েছেন। তাঁরাই তাঁকে সরকারের হাড়ির খবর দিয়ে দিচ্ছেন।



প্রতিবাদের আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে মোদি সরকারের

আন্দোলনই নিষিদ্ধ হল যন্তর-মন্তরে

গোটা দেশই হবে যন্তর-মন্তর : তৃণমূল ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম সিজেরি



নয়াদিল্লি: রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছে মোদি সরকার। বুকে গিয়েছে, যন্তর-মন্তরকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদীদের বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এই যন্তর-মন্তরই বিপর্যয় ত্বরান্বিত করবে মোদি সরকারের। তাই নিষেধাজ্ঞার অস্ত্র প্রয়োগ করল তারা। আসলে ককরোচ জনতা পার্টি এবং বিরোধীদের আন্দোলনে এতটাই নাকানিচোবানি খেয়েছে মোদি সরকার যে যন্তর-মন্তর নামেই আতঙ্কে ঘুম ছুটে গিয়েছে তাদের। আর সেই কারণেই এবার যন্তর-মন্তরে আন্দোলনই নিষিদ্ধ করে দিল শাহর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। যন্তর-মন্তরে জেন জি আন্দোলনের জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এবার মুখ্য নিবর্চন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে একজোট হয়েছে ছাত্র-যুব-সহ গোটা দেশ। তাদের সামাল দিতে না পেরে এবার আন্দোলনকে দুর্বল করতে বিক্ষোভের স্থান পরিবর্তনের কৌশল নিল কেন্দ্র। বিক্ষোভ, ধরনা কিংবা প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তার

পরিবর্তে দিল্লির তিনটি নির্দিষ্ট জায়গায় আন্দোলন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বুরারি ময়দান, রামলীলা ময়দান এবং সিবিডি ময়দানে বিক্ষোভ দেখাতে পারবেন আন্দোলনকারীরা। মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন। কেন্দ্রকে তীব্র কটাক্ষ করে তাঁর কটাক্ষ, দেশের প্রতিটি জায়গা, যেখানে তরুণ-যুবরা আছে, সিভিল

সোসাইটি আছে, রাজনৈতিক দল আছে- সেটাই হয়ে উঠবে প্রতিবাদীদের যন্তর-মন্তর। এদিকে সিজেরি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের কড়া হুঁশিয়ারি, এবার পুরো দেশই যন্তর-মন্তর হয়ে উঠবে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে সোমবার আবার পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যায় সিজেরি নেতৃত্ব। অনুমতির জন্য পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার চরম সময়সীমা বেঁধে দেয়। সোমবার সিজেরির পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ

সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগ থেকে তারা পিছিয়ে আসবে না। সিজেরির সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাসের সাফ কথা, বিক্ষোভের জন্য দিন ও সময় নির্ধারণের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দিল্লি পুলিশের উপরেই। তার মানে এই নয় যে বুলিয়ে রাখা হবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

লক্ষণীয়, যন্তর-মন্তরের বিকল্প হিসাবে কোথায় বিক্ষোভ করা যেতে পারে, তা খুঁজে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি এই বিষয়ে বিকল্প জায়গার সন্ধান দিতে শীর্ষ আদালত। তার পরেই এবার তিনটি জায়গার নাম জানিয়ে দিল কেন্দ্র। তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এই যন্তর-মন্তরেই। ককরোচ জনতা পার্টির সেই বিক্ষোভ দেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। মুখ্য নিবর্চন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতেও যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভ দেখায় সিজেরি। আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেই সোমবার এই নির্দেশিকা জারি করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

দিল্লি পুলিশের গুন্ডামি রাষ্ট্রপতিকে চিঠি ব্রিটাসের

নয়াদিল্লি: মাত্রাছাড়া স্বেচ্ছাচারিতা শাহর পুলিশের। প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন সাংসদ। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে এবার সরাসরি রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হলেন সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাস। রবিবার রাজধানীর কনট প্লেস থেকে তাঁকে জোর করে আটক করা, পুলিশের গাড়িতে হেনস্থা এবং মারধরের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এই ঘটনাকে শুধু ব্যক্তিগত হেনস্থা হিসেবে দেখতে নারাজ ব্রিটাস। তাঁর বক্তব্য, একজন নিবাচিত সাংসদের সঙ্গে এমন আচরণ আসলে সংসদীয় মর্যাদা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত।

অভিযোগের বিস্তারিত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখেছেন তিনি। সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকেও। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করার পাশাপাশি গোটা ঘটনার জন্য প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন সিপিএম

সাংসদ। ব্রিটাসের অভিযোগ, তাঁকে আটক করার সময় পুলিশ জোর করে গাড়িতে তোলে। সেখানে ধাক্কাধাক্কির জেরে তিনি পড়ে যান। পরে এক পদস্থ পুলিশ অধিকারিকের ফোন আসে তাঁর মোবাইলে। ওই অধিকারিকের নির্দেশে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও, অভিযোগ, একটি নির্জন জায়গায় গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। ঘটনার সময় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ব্রিটাস। তাঁর বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার প্রক্ষেপে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে। ফলে বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক। রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে তিনি একজন সাংসদ হিসেবে প্রাপ্য বিশেষ অধিকার ও সংসদীয় বিধির কথা উল্লেখ করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

সমাজমাধ্যমেও এই ঘটনায় সরব হয়েছেন ব্রিটাস। তাঁর বক্তব্য, বিরোধী মতকে দমন করতে বলপ্রয়োগ গণতন্ত্রের পথ হতে পারে না।

মুন্সইয়ের আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতন আমিরের ভাইবিকে

মুন্সই: বাণিজ্যনগরীতে ককরোচের আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশি হেনস্থার শিকার হন আমির খানের ভাইবিস-সহ বলিউডের একাধিক তারকা। আমিরের ভাইবিস জায়ন মারির শরীরে পড়ে গিয়েছে কালশিটে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশি নির্যাতনের শিকার তিনি। ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে এবং কেন্দ্রীয় মুখ্য নিবর্চন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মুন্সইয়ের অগাস্ট ক্রান্তি ময়দানে আয়োজিত এক বিক্ষোভে ধুমুয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ককরোচ জনতা পার্টি-র এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে চরম পুলিশি হেনস্থা ও নাটকীয় পরিস্থিতির মুখে পড়েন বলিউডের একাধিক তারকা। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বলিউড সুপারস্টার আমির খানের ভাইবিস জায়ন মারি খান, ভাগ্যে তথা অভিনেতা ইমরান খান এবং অভিনেত্রী লেখা ওয়াশিংটনকে সাময়িকভাবে আটক করে মুন্সই পুলিশ। পরবর্তীকালে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হলেও, মুক্তি পাওয়ার পর নিজের শরীরে একাধিক আঘাত ও ক্ষতের চিহ্ন প্রকাশ্যে এনেছেন আমিরের ভাইবিস জায়ন মারি।

আটক পর্ব কেটে যাওয়ার পর রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেন জায়ন মারি। সেখানে তিনি তাঁর হাত, আঙুল এবং পায়ে হওয়া একাধিক কালশিটে ও ক্ষতের দাগ দেখান। মুন্সই পুলিশের এই চরম পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের আঘাতের ছবি শেয়ার করে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জায়ন লেখেন, “আমাদের এমন ভয় দেখাবেন না যাতে মন থেকে ভয় শব্দটাই চিরতরে মুছে যায়।”

ভারতে ‘ধনী’ বলে গণ্য হন এমন মানুষের রোজগার আমেরিকা, কানাডা, জার্মানির মতো দেশের গরিব মানুষের থেকেও কম। চমকে দেওয়ার মতো এই তথ্য দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। ২০২৬ সালের ‘দারিদ্র ও অসাম্যের মঞ্চের সাম্প্রতিক রিপোর্ট’

প্রতিবাদ দেশে-বিদেশে



■ ভোটচুরির অভিযোগে গ্রেফতার করে জেলে পোরা হোক মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে। এই দাবিতে বিক্ষোভ চলছে দেশের নানা প্রান্তে। কেরলের রাস্তায় জ্ঞানেশবিরোধী এমনই এক কর্মসূচি।



■ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ১০০ প্রাক্তনী গত ১০ অক্টোবর দিল্লিতে পুলিশের নিষ্ঠুরতা, শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বেআইনিভাবে আটক এবং তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানেন। এদিকে জ্ঞানেশের পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অনাবাসী ভারতীয়রাও। লন্ডন, বার্লিন, আমস্টারডামে প্রতিবাদের ছবি ধরা পড়ছে।

জরুরি অবস্থা জারি খাইবার পাখতুনখোয়ায়

ইসলামাবাদ: খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এ বার জরুরি অবস্থা জারি করে দিল পাকিস্তান। প্রাদেশিক সরকারের উপর গভর্নর শাসন জারি হল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি রবিবার জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। এই ঘোষণার ফলে খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী-সহ গোটা মন্ত্রিসভা, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে ওই প্রদেশে গভর্নর শাসন জারি হয়েছে। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এই প্রদেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্রোহী হামলায় জর্জরিত। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এই প্রদেশে সক্রিয় ‘তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান’ (টিটিপি)। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যদের পাকিস্তানি তালিবানও বলা হয়। পাকিস্তানের নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে প্রায়শই এদের সংঘর্ষ লেগে থাকে। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে আফগানিস্তান মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ ইসলামাবাদের। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যসচিব পদে ড. মুহাম্মদ ফখর আলম ইরফানকে নিয়োগ করেছে।

‘চলো দিল্লি’ অভিযানে উত্তাল রাজধানী সুপ্রিম কোর্টের অভিমুখে বিরোধী মিছিল

নয়াদিল্লি: বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক কারচুপি এবং ভোটার তালিকা থেকে ১৩ কোটির বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও কড়া পদক্ষেপের দাবিতে সোমবার ফের উত্তাল হল ভারতের রাজধানী। সুপ্রিম কোর্টের অভিমুখে হাজার হাজার আন্দোলনকারীকে নিয়ে মিছিল করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা বচ্চা এবং আইসা সভাপতি নেহা বোরা-সহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ নাগরিক। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের



সাংসদরা এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্য নেতারাও। কনস্টিটিউশন ক্লাব থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে তিলক মার্গে অবস্থিত শীর্ষ আদালতের দিকে এগিয়ে যায় সুবিশাল ‘চলো দিল্লি’ পদযাত্রা। পদযাত্রায় ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড্গে, তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, দোলা সেন, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, আরজেডি নেতা তেজস্বী প্রসাদ যাদব, শিবসেনা (ইউটিবি)’র সঞ্জয় রাউত, এনসিপি (শারদ পাওয়ার)’র সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ। মিছিল শুরুর আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে এই আন্দোলন কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরানোর একটিই মাত্র সুসংগঠিত প্রতিবাদ। তিনি অভিযোগ তোলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের চাপেই কাজ করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। রাহুল বলেন, এখানে কোনও আলাদা আন্দোলন হচ্ছে না, একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞানেশ কুমারকে সরানো, এবং এরপর প্রধানমন্ত্রী ও অমিত শাহ... আমরা থামব না।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপি এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের গড়ে তোলা আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন রাহুল গান্ধী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্যই হল দেশের

সংবিধানকে রক্ষা করা। পুলিশের নানা বিধিনিষেধ ও বাধার মুখে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধী বলেন, দেশের কোটি কোটি যুবসমাজ আজ সংবিধান রক্ষা করতে চায়। এটি আসলে সাধারণ মানুষেরই গর্জে ওঠা কণ্ঠস্বর। আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ইঙ্গিত দিয়ে সমর্থকদের ধৈর্য ও অধ্যাবসায় বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি। কংগ্রেস নেতা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই বিচার পাওয়ার লড়াই মাস বা বছরব্যাপী চলতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই বিরোধী শিবির লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পিছু হটেবে না। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাষ্ট্রপতি তাঁর সাম্প্রতিক বক্তব্য খণ্ডন করেননি, বরং তা এসেছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে। সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বিরোধীদের পদক্ষেপ আটকে সরকার নিজেই ফাঁদে পা দিচ্ছে। এর পাশাপাশি জ্ঞানেশ কুমারকে ‘অ্যাপ্রভার’ বা রাজসাক্ষী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাহুল বলেন, আমরা হয়তো আপনাকে ক্ষমাও করে দিতে পারি। কিন্তু মূলচক্রীদের ছাড়া হবে না।

পদযাত্রার আগে সোমবার সকালে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাব থেকে ইন্ডিয়া জোটের সংসদ সদস্যদের নিয়ে একাধিক বাস সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ক্লাবের বাইরে বিভিন্ন বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় সামলাতে বিপুল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বাসগুলি বারাক্ষা রোড পর্যন্ত পৌঁছানোর

পর সেখান থেকে সাংসদরা সুপ্রিম কোর্টের দিকে এগোতে শুরু করেন। রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা বচ্চা, নেহা বোরা এবং ডি কে শিবকুমার একটি খোলা বাসে চড়ে এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদবও খোলা বাসে উঠে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। শনিবার দিল্লি পুলিশের হাতে হাজার হাজার মানুষ আটক হওয়ার পর সোমবারের এই কর্মসূচিকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বলয় ছিল। প্রতিবাদের কারণে সোমবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত জনপথ, মন্ডি হাউস, বারাক্ষা রোড, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, রাজীব চক এবং প্যাটেল চক—এই ছয়টি মেট্রো স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান পথ বন্ধ রাখা হয়, যদিও স্টেশনগুলিতে ইন্টারচেঞ্জ বা ট্রেন পরিবর্তনের সুবিধা চালু ছিল। তবে সুপ্রিম কোর্ট রবিবারে দেওয়া এক আদেশে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা এবং ইন্টারনেট পরিষেবা সচল রাখার নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিল যে, সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদের আওতায় জনস্বার্থের নিয়ম মেনেই যেকোনো বিধিনিষেধ জারি করতে হবে। ভগবান দাস রোডে বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেডে ওঠার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয় এবং পুলিশ অতিরিক্ত ব্যারিকেড বসায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও ভগবান দাস রোড ও সংলগ্ন এলাকায় ভিড় জমিয়ে বিরোধী নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা সুপ্রিম কোর্টের দিকে প্রতিবাদ প্রদর্শন অব্যাহত রাখেন।

মোদি সরকারের ২০০ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে: বিস্ফোরক দাবি

নয়াদিল্লি: দেশের বিরোধী দলনেতার বিস্ফোরক দাবি। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, সরকারের বর্তমান প্রশাসনের অন্তত ২০০ জন আধিকারিক বিরোধী শিবিরের সংস্পর্শে রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্যে নিধারিত মিছিলের ঠিক আগেই এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। রাহুল গান্ধী বলেন, এটা শুনলে আপনারা চমকে যাবেন... মোদিজি, আমি আপনাকে বলছি। আপনারা সরকারের ২০০ জন আধিকারিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ

রাখছেন। ইডি, সিবিআই এবং বিদেশ মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরে কর্মরত আধিকারিকরাই তাঁদের এই গোপন তথ্য ও খবরাখবর সরবরাহ করছেন বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। মোদি সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে রাহুল আরও বলেন, আপনারা যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু সত্য আমাদের পক্ষেই রয়েছে। চলমান বিক্ষোভ এবং আন্দোলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাহুল বলেন, দেশের সংবিধান সুরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ না হলে এবং দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত দেশের যুবসমাজ থামবে না। এই লড়াই থেকে তারা

একচুলও পিছু হটেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। ছাত্রসমাজ এবং বিভিন্ন নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিবাদ আন্দোলন আসলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একটি মাত্র সম্মিলিত আন্দোলন বলেই তিনি অভিহিত করেন। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনোভাব নিয়েও চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর দাবি, দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ পুলিশকর্মী তাঁদের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে বিরোধী দলের এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সঠিক এবং তা চালিয়ে যাওয়া উচিত। পুলিশ, আইটিবিপি, সিআরপিএফ-সহ দেশের আপামর জনসাধারণ এক দিকে রয়েছেন; আর অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, অজিত ডোভাল, জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনের ৪-৫ জন সদস্য রয়েছেন যারা ‘ভোট চুরি’ ও দেশ দখলকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমরা এই বিভাজনটাকেই আরও স্পষ্ট করে দিয়েছি।

কিছুদিন আগেই আমাদের সৌরজগতের বাইরের এক গ্রহ থেকে আসছে রেডিয়ো সঙ্কেত! এমন সম্ভাবনার কথা আগেও বেশ কয়েক বার বলেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তবে কোনও প্রমাণ ছিল না। এই প্রথমবার সেই প্রমাণ নাগালে পেলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা



সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের দেশ। যেখানে আমাজন অরণ্য, আটলান্টিক ফরেস্ট, সেরাডো, প্যাটোনাল-সহ বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র অসংখ্য পাখি, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর ও উদ্ভিদ প্রজাতির আশ্রয়স্থল। আজ এই পাখিরা খানিক বিলুপ্তির পথে এবং এদের সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে।

কেন কমছে এই পাখি

ব্রাজিলের আটলান্টিক ফরেস্ট ব্যাপকভাবে বননিধন, কৃষিজমি সম্প্রসারণ, নগরায়ণ, রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য মানবিক কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ব্রাসি-ব্রেস্টেড ট্যানাজার-সহ আরও অনেক পাখির প্রজাতি। বনভূমি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হলে পাখিদের খাদ্য, আশ্রয় ও প্রজননের উপযোগী পরিবেশ কমে যায়।

এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনও বননিধনের পাখিদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

কেন্দ্রিক সংরক্ষণকে আবাসস্থল-কেন্দ্রিক সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য প্রয়োজন অবশিষ্ট প্রাকৃতিক বন রক্ষা, বনভূমির মধ্যে সংযোগকারী করিডর তৈরি, ক্ষতিগ্রস্ত বন পুনরুদ্ধার এবং স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতির পুনরোপণ।

কী উপায় সংরক্ষণ

পাখি সংরক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণের কাজে অংশীদার করতে হবে। পরিবেশ শিক্ষা, কমিউনিটি-নির্ভর সংরক্ষণ, দায়িত্বশীল ইকোট্যুরিজম এবং স্থানীয় বনসম্পদের টেকসই ব্যবহার এই ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পাখি পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক পর্যটনও স্থানীয় অর্থনীতিতে বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রজাতির দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত জনসংখ্যা মণিটরিং আবাসস্থল পর্যবেক্ষণ এবং প্রজনন ও

হারিয়ে গেলে খাদ্যশৃঙ্খলের এই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পাখি পরাগায়ন ও বীজ বিস্তারে সাহায্য করে। বহু পাখি ফুলের মধু সংগ্রহ করার সময় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে পরাগরেণু বহন করে। ফলভুক পাখিরা ফল খাওয়ার পর দূরবর্তী স্থানে বীজ ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে বন পুনর্জন্ম, উদ্ভিদের বিস্তার এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনর্গঠনে সহায়তা হয়। তৃতীয়ত, পাখি বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যের সূচক। অনেক পাখি নির্দিষ্ট ধরনের খাদ্য, জল, গাছপালা ও আবাসস্থলের উপর নির্ভরশীল। ফলে কোন ও অঞ্চলে পাখির সংখ্যা দ্রুত কমে গেলে তা বন ধ্বংস, জলাভূমি নষ্ট হওয়া, দূষণ, কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার বা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো পরিবেশগত সমস্যার সতর্ক হতে পারে।

চতুর্থত, বিপন্ন পাখি রক্ষা মানে তাদের আবাসস্থল রক্ষা করা। একটি পাখিকে বাঁচাতে হলে শুধু সেই প্রজাতিকে রক্ষা করলেই হবে না; তার বন, জলাভূমি, তৃণভূমি, নদী বা উপকূলীয় আবাসস্থলও সংরক্ষণ করতে হবে। এর ফলে একই আবাসস্থলের অসংখ্য উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, উভচর ও স্তন্যপায়ী প্রাণীও উপকৃত হয়। পঞ্চমত, পাখি কৃষি ও মানবজীবনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, বীজ বিস্তার এবং মৃতজীব ভক্ষণ-সহ বিভিন্ন পরিবেশগত পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে পাখি কৃষি উৎপাদন ও পরিবেশের স্বাস্থ্য বজায়



রাখতে সাহায্য করে। শকুনের মতো মৃতজীবভুক পাখি মৃত প্রাণীর দেহ দ্রুত অপসারণ করে রোগজীবাণুর বিস্তার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাই বিপন্ন পাখি সংরক্ষণ কোনও একক প্রজাতিকে বাঁচানোর উদ্যোগ নয়; এটি খাদ্যশৃঙ্খল, বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা, জীববৈচিত্র্য, কৃষি এবং মানুষের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষার একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। আবাসস্থল সংরক্ষণ, শিকার ও পাচার বন্ধ করা, কীটনাশকের যথেষ্ট ব্যবহার কমানো, জলাভূমি ও বন রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি—এসব পদক্ষেপ একসঙ্গে গ্রহণ করলেই বিপন্ন পাখিদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব। একটি পাখিকে রক্ষা করা মানে শুধু একটি প্রাণকে রক্ষা করা নয়—তার সঙ্গে যুক্ত একটি সম্পূর্ণ পরিবেশগত জালকে রক্ষা করা।

তাই ব্রাসি-ব্রেস্টেড ট্যানাজারকে রক্ষা করার জন্য বন রক্ষা, আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, জলবায়ু সহনশীলতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরিবেশ শিক্ষা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ—এই সবকিছুকে একসঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। ব্রাজিলের এই অনন্য পাখিকে সংরক্ষণ করা মানে শুধু একটি প্রজাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা নয়; বরং আটলান্টিক ফরেস্টের জীবন্ত উত্তরাধিকার এবং পৃথিবীর সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা।

বনের রঙিন দূত

পাখি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, তারা আমাদের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি পাখির প্রজাতি যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন শুধু অস্তিত্বের সংকট হয় না—খাদ্যশৃঙ্খল, উদ্ভিদসমাজ এবং অন্যান্য জীবের উপরও প্রভাব পড়তে পারে। ব্রাসি-ব্রেস্টেড ট্যানাজার এমনই এক আকর্ষণীয় পাখি। যে-প্রজাতি আজ বিপন্ন। লিখলেন **সৈকতকুমার বসু**

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন উদ্ভিদের ফুল ও ফল উৎপাদনের সময়কে প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে পাখিদের খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং প্রজননচক্রের মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে বনাঞ্চলের পরিবেশগত পরিবর্তন ব্রাসি-ব্রেস্টেড ট্যানাজারের বিস্তৃতি ও জনসংখ্যার ওপর প্রভাব ফেলে।

ট্যানাজারের কী উপকার করে

ট্যানাজারেরা বিভিন্ন ধরনের ফল, বীজ ও ক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী প্রাণী খেতে পারে। ফলে তারা বনজ খাদ্যজালের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ফল ও বীজভিত্তিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে তারা উদ্ভিদের বীজ বিস্তারে অবদান রাখতে পারে। একটি সুস্থ পাখি সম্প্রদায় তাই বন-পুনর্জন্ম ও উদ্ভিদবৈচিত্র্য বজায়

ব্রাসি-ব্রেস্টেড ট্যানাজার (Tangara desmaresti) মূলত দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিলের আটলান্টিক ফরেস্ট অঞ্চলের আকর্ষণীয় পাখি। এর উজ্জ্বল বর্ণ, ছোট আকার এবং বননিধনের জীবনযাপন একে ব্রাজিলের সেরা পাখিদের মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে। এই পাখিরা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না; তারা বনজ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পরিবেশগত প্রক্রিয়াতেও ভূমিকা রাখে। ব্রাজিল পৃথিবীর অন্যতম



রাখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। তাই ব্রাসি-ব্রেস্টেড ট্যানাজারের আবাসস্থল সংরক্ষণ করলে একই সঙ্গে অন্যান্য পাখি, পতঙ্গ, উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র প্রাণী উপকৃত হবে। বিশেষত আটলান্টিক ফরেস্টের মতো জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রজাতি-

খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত গবেষণা প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি—যেমন অটোমেটেড আকাউস্টিক মনিটরিং, ক্যামেরা বেসড সার্ভিস এবং সিটিজেন সায়েন্স—ব্যবহার করে পাখিটির উপস্থিতি ও পরিবেশগত পরিবর্তন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

জীববৈচিত্র্যে গুরুত্বপূর্ণ

ব্রাসি-ব্রেস্টেড ট্যানাজার সংরক্ষণ ব্রাজিলের জীববৈচিত্র্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি ছোট, সুন্দর বনপাখির অস্তিত্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একটি সুস্থ বন কেবল গাছের সমষ্টি নয়—এটি অসংখ্য প্রাণী, উদ্ভিদ, পতঙ্গ, অণুজীব ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি জটিল জীবন্ত ব্যবস্থা। পাখি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না; তারা আমাদের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি পাখির প্রজাতি যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন তার অস্তিত্বের সংকটের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাদ্যশৃঙ্খল, উদ্ভিদসমাজ এবং অন্যান্য জীবের উপরও প্রভাব পড়তে পারে। তাই বিপন্ন পাখি সংরক্ষণ জরুরি। প্রথমত, পাখি খাদ্যশৃঙ্খলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিকারি পাখি হাঁদুর, ছোট স্তন্যপায়ী ও বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কীটভুক পাখি ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সংখ্যা কমিয়ে কৃষি ও বনজ উদ্ভিদকে রক্ষা করে। কোন ও গুরুত্বপূর্ণ পাখি

জিম্বাবোয়ে
সিরিজের
জন্য রায়পুরে
স্মৃতি
মান্দানা

মাঠে ময়দানে

13 October, 2026 • Tuesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩

১৩ অক্টোবর
২০২৬

মঙ্গলবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



■ নিউজিল্যান্ড সফরের আগে স্ত্রী, কন্যাকে নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন ভুবনেশ্বর কুমার।



■ রঞ্জি ম্যাচে লাঞ্চ ব্রেকের সময় উইকেটকিপিং অনুশীলন যশস্বী জয়সওয়ালের।



■ শান্তির খাঁড়া মাথায় নিয়েই রিয়াল মাদ্রিদের অনুশীলনে ভিনি জুনিয়র।



■ লিভারপুলকে উড়িয়ে উচ্ছ্বাস হালাভ, এনজোদের।



■ গ্রিসে আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে শুভমন গিল।



■ এশিয়াডে কুস্তিতে সোনা জয়ী আমন শেরাওয়াকে সম্মানিত করলেন ববিতা ফোগট।



■ বার্সেলোনায়ে ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটিতে লামিনে ইয়ামাল।



সুদীপ-অভিষেকের জোড়া সেঞ্চুরি, এগোল বাংলা

প্রতিবেদন : ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় সামলে এক তরুণ নেমেছিলেন কল্যাণীতে রঞ্জি ম্যাচে। এক মাস জেলে কাটানো সেই তরুণ মাঠে নেমে প্রমাণ করে দিলেন সেই পুরনো বাক্য... ক্লাস পার্মানেন্ট। শেষমেশ একটা ঝকঝকে সেঞ্চুরি অভিষেক পোড়েলেন। দিল্লির বিরুদ্ধে অভিষেকের সেঞ্চুরিতে ভর করে বাংলা দ্বিতীয় দিনের শেষ ৩ উইকেটে ৩০৪ রান তুলেছে। অভিষেকের ১১৪ নট আউটের পাশাপাশি সুদীপ কুমার ঘরামিও নট আউট রয়েছেন ১২২ রানে। দু'জনের অসমাপ্ত জুটিতে উঠেছে ১৯৯ রান।

কঠিন সব অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছিলেন চন্দননগরের তরুণ। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধর্ষণের মতো মারাত্মক অভিযোগ ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় যে অভিষেকের খেলায় কোনও প্রভাব ফেলেনি তার প্রমাণ হয়ে গেল কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে ছিল সিএবি। ছিলেন কোচ লক্ষ্মীরতন গুপ্তা। লক্ষ্মী অভিষেকের ক্রিকেট মাঠে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে আগলে রেখেছিলেন।

আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলেন অভিষেক। কিন্তু গ্রেফতারির জন্য ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে হয় অনেকদিন। জামিনে মুক্ত



■ কল্যাণীতে সুদীপ ও অভিষেক। দু'জনেই সেঞ্চুরি করে বাংলাকে এগিয়ে দিলেন।

হওয়ার পর ক্রিকেটে ফেরেন। তারপর অসমে একটি প্রাক মরশুম ম্যাচ খেলে অভিষেক সোজা নেমে পড়েছিলেন রঞ্জিতে। অতঃপর ২২ গজে লড়াকু চরিত্রের প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর ও সুদীপের জুটিতে ভর করে বাংলা দিল্লিকে প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানে পিছনে ফেলে দিয়েছে। দিল্লি প্রথম ইনিংসে করেছিল ২৪০ রান। এদিন বাংলার অধিনায়ক অভিনব ঈশ্বর ৩৪ রানে ফিরে যান। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল অভিনব বড় রানের দিকে যাচ্ছেন তখনই তাঁর উইকেট তুলে নেন দিবীজ মেহরা।

৩০ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছিল বাংলা। এই ম্যাচে অভিষেক হওয়া অঙ্কুর পাল নভদীপ



সাইনির বলে আউট হয়েছেন ১৭ রানে। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ও (২) ফিরে যান দিল্লি অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনির বলে। বাংলা এদিন ১০৫ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়েছিল। কিন্তু এরপর আর কোনও উইকেট পড়েনি সুদীপ ও অভিষেকের জন্য। প্রথম দিন কল্যাণীর উইকেট সকালে সিমারদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু এদিন উইকেট পেতে কালঘাম ছুটে গিয়েছে দিল্লির বোলারদের। এই বোলিংই গত কয়েক মরশুম ধরে দিল্লির কাটা। বোলাররা কিছুতেই সুবিধা করতে পারছে না। যার ফলে ২০১৭-১৮ থেকে রঞ্জি নক আউটে পা পড়েনি ঘরোয়া ক্রিকেটের এক সময়ের ডাকসাইটে দলের।

হার দিয়ে আইএসএল শুরু মোহনবাগানের

নর্থইস্ট ইউনাইটেড ১ (জিতিন) মোহনবাগান ০

জুড়ে মোহনবাগানের গোল নষ্টের প্রদর্শনী চলল। বল দখল থেকে সুযোগ তৈরি, গোলমুখী শট, সবচেয়ে

প্রতিবেদন : আইএসএলের শুরুতেই হার মোহনবাগানের। গুয়াহাটিতে গিয়ে ভূরি ভূরি সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে ০-১ গোলে হেরে আইএসএলে অভিযান শুরু করল সবুজ-মেরুন রিগেড। নর্থইস্টের গোলদাতা জিতিন এমএস।

ম্যাচের আগেই দীপক টাংরির সাসপেনশনের চিঠি পৌঁছে গিয়েছিল মোহনবাগানের কাছে। ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন দীপক। শাস্তির আশঙ্কা ছিলই। সেটাই হল। ফলে গুয়াহাটি গিয়েও স্কোয়াডে জায়গা হল না দীপকের।

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে তাঁর জায়গায় আপুইয়া খেলেন। পরিশ্রম করে খেললেন মিজো মিডফিল্ডার। তবে ডার্বির ফর্মে ছিলেন না সামির জেলকোভিচ, দেজান দ্রাজিচ, লি এরউইনরা। জেমি ম্যাকলারেন চোটের কারণে দলের সঙ্গে যাননি। গোলের সামনে জেমির অভাব বারবার টের পেল মোহনবাগান। এরউইনকে দিয়ে যে বৈতরণী পার করা যাবে না, তা আবারও বোঝা গেল। ডার্বিতে তবু মাঝেমধ্যে ঝলক দেখিয়েছিলেন স্কটিশ স্ট্রাইকার। এদিন ব্যর্থ তিনি। তবু ম্যাচের ৮ মিনিটের মাথায় এরউইনের জোরালো শট নর্থইস্টের বার কাঁপিয়ে দিল। দুভাগ্য বল জালে জড়াল না। কথায় আছে, সকাল দেখেই দিনের আভাস পাওয়া যায়। এরউইনের গোল হাতছাড়ার পর গোটা ম্যাচ



■ আটকে গেলেন ছাংতে। সুযোগ নষ্টের খেসারত দিল মোহনবাগান। গুয়াহাটিতে।

এগিয়ে ছিল পানাজিওটিস দিলমপেরিসের দল। কিন্তু বক্সে ঢুকে দিশাহীন পারফরম্যান্স। লালিয়ানজুয়াল ছাংতের দৌড় বন্ধ করে দিলেন নর্থইস্টের মোয়ানো, পরমবীররা। প্রথমার্ধের শেষে এরউইন আরও একটি সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্ধেও বেরডিন মোহনবাগান। ৫৩ মিনিটে ফের মিস এরউইনের। দারুণ সেভ করেন নর্থইস্টের গোলকিপার গুরমীত সিং। আরও একটি ক্ষেত্রে ফাঁকা গোলে বল রাখতে পারেননি বাগানের স্কটিশ ফরোয়ার্ড। পরিবর্ত হিসেবে নেমে সুযোগ নষ্ট করেন মিশুয়েলও। ৮৯ মিনিটে আর এক সুপার সাব সুহেল ভাটও ফাঁকা গোলে বল জড়াতে পারেননি। লিস্টনের শট লাগে পোস্টে। শেষে ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে ৯২ মিনিটে আলাদিনের দূরপাল্লার শট শরীর ছুঁড়ে বাঁচান বিশাল কাইথ। ফিরতি বল জালে জড়িয়ে দেন জিতিন। নর্থইস্টের কাছে হেরে কলকাতায় ফিরছে মোহনবাগান।

বাংলার বিরুদ্ধে অঙ্গকূশের ১৯১

প্রতিবেদন : সোমবার সিকে নাইডু ট্রফির ম্যাচে বাংলার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে মুম্বই ৩ উইকেটে ৩৩৫ রান করেছে। ওপেনার অঙ্গকূশ রঘুবংশী ১৯১ রানে নট আউট থেকে যান। মামান ভাট করেছেন ৬১ রান। অঙ্গকূশ আইপিএলে কেকেআরের হয়ে খেলেন। সেই সুবাদে কলকাতায় পরিচিত মুখ। এদিন অনূর্ধ্ব ১৯ ভিনু মানকড় ট্রফিতে বাংলা ৭ উইকেটে হারিয়েছে গোয়াকে। সুধাংশু পান্ডের অপরাজিত সেঞ্চুরি ও আত্মজ মণ্ডলের ৯৫ বাংলার জয়ের পথ সুগম করে দেয়। এদিন মেয়েদের এলিট গ্রুপের অনূর্ধ্ব ১৯ টি-২০ ম্যাচে বাংলা ১১ রানে হেরে গিয়েছে দিল্লির কাছে।

আজ স্বদেশি ব্রিগেডে আস্থা হাবাসের

প্রতিবেদন : জর্ডনে গিয়ে আল হুসেইনের বিরুদ্ধে দুরন্ত খেলে ২-২ ড্র করে ফিরেছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে মহম্মদ রশিদদের প্রতিপক্ষ ইরাকের ক্লাব আল শোতা এসসি। গ্রুপে প্রথম ম্যাচ জিতে শীর্ষে রয়েছে তারা। মঙ্গলবার সন্ধ্য সাড়ে ৭টায় ম্যাচ। ঘরের মাঠে অতিরিক্ত বিদেশি নিয়ে খেলার সুযোগ থাকলেও ইস্টবেঙ্গলের নতুন দুই বিদেশি এখনও ৯০ মিনিট খেলার জায়গায় নেই। তাই শক্তিশালী আল শোতার বিরুদ্ধে স্বদেশি ব্রিগেডে আস্থা রাখছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ম্যাচের আগের দিন হাবাস বললেন, প্রতিপক্ষ শক্তিশালী। তবে আমার হাতে পুরো দল রয়েছে। ঘরের মাঠে খেলব। আকে লোবাকে নিয়ে চিন্তা নেই। তাকে সময় দিতে হবে। প্রতিপক্ষ দলে সাত বিদেশি থাকলেও সবাই খেলবে না। আমাদের কাছে ভাল ভারতীয় ফুটবলার রয়েছে। আল শোতার ইরাকি স্ট্রাইকার মোহানদ আলি ওরফে মিমি লাল-হলুদ রক্ষণের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। সঙ্গে আর্জেন্টাইন প্লে-মেকার ক্রিস্টিয়ান বার্কো এবং নাইজেরিয়ান উইঙ্গার কিংসলে কুকু রয়েছে। বিপক্ষের আক্রমণভাগ নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেছেন, প্রতিপক্ষ



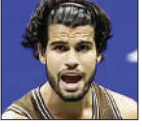
■ ইস্টবেঙ্গলের ভরসা রশিদ। পাশে আল শোতার বিশ্বকাপার জালাল।



ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট নিয়ে ফেরাই লক্ষ্য।

দলের স্ট্রাইকার বিশ্বসেরা নয়। আমরা এক বা দু'জনকে নিয়ে নয়, পুরো ১১ জনকে নিয়ে ভাবছি। এই ম্যাচ জিতলে নক আউটের দিকে এগোব। আমাদের কাছে দারুণ সুযোগ। আল শোতার কোচ সামি ট্রাবেলসি বলেছেন, আশা করছি ভাল একটা ম্যাচ হবে। ইস্টবেঙ্গলে অনেক ভাল খেলোয়াড় রয়েছে। ভাল স্ট্রাইকার, ডিফেন্ডার রয়েছে, তারা জাতীয় দলে খেলে। সম্প্রতি ব্রাজিল, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলেছে। তবে এটা সম্পূর্ণ আলাদা ম্যাচ। আমাদেরও ইরাক জাতীয় দলের খেলোয়াড় রয়েছে। আমরা এখানে ড্র করতে আসিনি। জিততে এসেছি। কলকাতার গরম সমস্যা নয় বলে জানিয়েছেন ইরাকের কোচ। ট্রাবেলসি বলেছেন, আমরা এর থেকে বেশি গরমে খেলতে অভ্যস্ত। ৪৫ ডিগ্রি গরমেও খেলতে হয়। আল শোতার দুই ইরাকি ফুটবলার বাসাম শাকির ও মেথাম জাব্বার ২০১৭ সালে যুবভারতীতে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলে গিয়েছেন। রাইট উইঙ্গার শাকির বলেছেন, যুব বিশ্বকাপে এখানে খেলার অভিজ্ঞতা খুব ভাল।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু
ইস্টবেঙ্গল বনাম আল শোতা
(যুবভারতী, সন্ধ্য ৭.১৫)



সাংহাই
মাস্টার্সে
অঘটন। হেরে
গেলেন কার্লোস

আলকারেজ। জিজু বার্গস
তাকে হারিয়ে দিয়েছেন
তৃতীয় রাউন্ডে।

মাঠে ময়দানে

13 October, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫

১৩ অক্টোবর
২০২৬

মঙ্গলবার

হালান্ডের নতুন বাড়ি, সিটির ম্যাচে ধুকুমার

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ অক্টোবর :
আবুধাবিতে বাড়ি কিনলেন
আর্লিং হালান্ড। ম্যাঞ্চেস্টার
সিটির এই ফুটবলার একটি
ভিডিওতে তাঁর এই নতুন
সম্পত্তি কেনার কথা প্রকাশ
করেছেন। সেখানে তিনি জানান
যে, তিনি আবুধাবিতে ম্যাঞ্চেস্টার
সিটির 'ওহানা' নামক প্রকল্পে
যোগ দিয়েছেন। এই প্রকল্পটি
ম্যাঞ্চ সিটি এবং সংযুক্ত আরব
আমিরশাহির একটি কোম্পানি
ওহানা রেসিডেন্সেসের একটি
মৌখ উদ্যোগ। পাশাপাশি,
হালান্ডের বাবা, আলফ-ইঙ্গে
হালান্ডও এই একই জায়গায়
বাড়ি কিনেছেন। হালান্ডের নতুন
কেনা বাড়িটি শুধু অবস্থানের
জন্যই নয়, আরও অনেক
কারণেই সকলের মনোযোগ
আকর্ষণ করেছে। গত রবিবার
লিভারপুলের বিরুদ্ধে প্রিমিয়ার
লিগের ম্যাচে ৩-০ ফলাফলে জয়
পায় ম্যান সিটি। প্রথম গোলটি
আসে হালান্ডের পা থেকেই।
অন্যদিকে, এই ম্যাচে দর্শকদের
বিশৃঙ্খলার কারণে পরিস্থিতি
খারাপের দিকে যায়। যার ফলে
ম্যাচ শেষে ১০ জনকে
গ্রেফতারও করা হয়। সেইসঙ্গে
সমর্থকদের মধ্যে বচসার জেরে
একজন পুলিশ অফিসার মুখে
গুরুতর আঘাত পান। পুলিশের
পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে যে,
ম্যাচের পর অ্যানফিল্ড রোডে
এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার সময়
ওই অফিসারটি আহত হন এবং
চিকিৎসার জন্য দ্রুত তাঁকে
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
পরে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল হয়।

নীরুর পদক সেনাকে উৎস

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর :
এশিয়াডের তিনটি পদকই
ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উৎসর্গ
করলেন নীরু খান্দা। এই মহিলা
শুটার দুটি সোনা এবং একটি
রূপো জিতেছেন। নীরু জানান,
আমার সেনাবাহিনী এবং আমার
দেশ আমাকে যেই সম্মান ও
মর্যাদা দিয়েছে, তা আমি মনে
রাখব। আমি ভারতীয়
সেনাবাহিনী এবং আমার সকল
দেশবাসীর জন্য লড়াই করব।
আশা করি এই ভালোবাসা, স্নেহ
এবং প্রার্থনা পেতেই থাকব।
আমি মন থেকে খুবই খুশি এবং
যেই সম্মান পেয়েছি তার জন্য
আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব।

পরের ম্যাচেই পর্তুগাল ফেরাবে রোনাল্ডোকে

লিসবন, ১২ অক্টোবর : রোনাল্ডোর
সাসপেনশনের মধ্যেই নতুন চমক।
পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন তাঁর
দলে ফেরার কথা ঘোষণা করে দিল।

তারা বলেছে নভেম্বরের ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক
রোনাল্ডো জাতীয় দলে ফিরবেন। গত শনিবারই তাঁকে
সাসপেন্ড করেছিল পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন।
তারপর সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে এই বার্তা। ডেনমার্ক ম্যাচের
আগে শিবির ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সিআর
সেভেন। তখন বলা হয়েছিল ফেডারেশনের
ডিসিপ্রিনারি কাউন্সিল তদন্ত করছে। এখন বলা হল
তিনি নভেম্বরেই জাতীয় দলে ফিরছেন। তাঁকে
প্রভিশনাল সাসপেনশন ধরানো হয়েছিল। বিষয়টি
জরুরিও বলা হয়েছিল। কিন্তু এটা প্রথম অপরাধ।
তদন্তের পর ঠিক হবে কি জরিমানা হবে। তার মধ্যেই
তাঁর এই ফেরত আসার খবর।

আসলে রোনাল্ডোর মাপের ফুটবলারকে সাসপেন্ড
করলে জনমানসে তার কি প্রভাব পড়তে পারে সেটা
বুঝেছে ফেডারেশন। পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের
প্রেসিডেন্ট পেদ্রো প্রোয়েক্সা বলেছেন, পরের
ইন্টারন্যাশনাল উইন্ডোতেই তিনি রোনাল্ডোকে
ফেরাতে চান। তাঁর কথায়, ফেডারেশন, কোচ এবং
সতীর্থরা সবাই রোনাল্ডোকে দলে চায়। এই ব্যাপারে
সবাই একমত। রোনাল্ডো নিজেও ফিরতে আগ্রহী।
আমি চাই পরের ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকেই ও ফলে ফিরে
আসুক। রোনাল্ডো সর্বকালের সেরা ফুটবলার।

এই খবর এল এমন এক সময় যখন শোনা যাচ্ছিল

ফের হুঙ্কার, আমিই সেরা



রোনাল্ডো এক থেকে ছয় মাস ব্যানড হবেন। হবে
জরিমানাও। পর্তুগাল ১৪ নভেম্বর ডেনমার্ক ও তিনদিন
বাদে ওয়েলসের সঙ্গে খেলবে। নেশনস লিগে ৪ ম্যাচে
১২ পয়েন্ট নিয়ে তারা ইতিমধ্যেই কোয়ার্টার ফাইনালে
উঠে গিয়েছে। এদিকে, তাঁকে নিয়ে এত চর্চার মধ্যেই
রোনাল্ডো আছেন রোনাল্ডোতেই। তিনি আবার ঘোষণা
করে দিয়েছেন, আমিই সেরা। হাজার গোল করে
ফেলতে পারলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াতে তাই ভাবছি।

ইংরেজি শিখলাম না! আফ্রিকান মেরিস



মায়ামি, ১২ অক্টোবর : বিশ্বের সর্বকালের
অন্যতম সেরা ফুটবলার তিনি। দীর্ঘ কেরিয়ারে
বিশ্বকাপ-সহ প্রায় সব ট্রফিই জিতেছেন।
ব্যক্তিগত পুরস্কারের ঝুলিও পূর্ণ। আটবারের
ব্যালন ডি'অর থেকে ফিফার 'দ্য বেস্ট' সম্মান
সফলতার মুকুটে অজস্র পালক। তবু লিয়োনেল
মেরিস জীবনে একটা আক্ষেপ থেকে গিয়েছে।
দেশের জার্সিতে কেরিয়ার শেষ করে মেরিস মনে

হচ্ছে, ইংরেজি ভাষা শেখার সময় থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। নিজেকে
গাথা বলতেও ছাউনিনি আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খেলেও ইংরেজি বলতে পারেন না মেরিস। শুধুমাত্র
স্প্যানিশ বলতে পারেন। ইংরেজি বলতে না পারার আক্ষেপ তাঁর সারাজীবন
থেকে যাবে। মেক্সিকান পডকাস্টে মেরিস বলেছেন, আমার হাতে অনেক
সময় ছিল ইংরেজি শেখার, ইংরেজি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করার। কিন্তু আমি
শিখিনি। সময় নষ্ট করেছি। এই আফসোস এখনও হয়।

ছোটবেলায় আর্জেন্টিনা ছেড়ে স্পেনের বার্সেলোনায় চলে গিয়েছিলেন
মেরিস। সেখানে লা মাসিয়া অ্যাকাডেমিতে ফুটবল শিখে বড় হয়েছেন।
সেখানেই পড়াশোনা। কিন্তু ইংরেজি শেখা হয়নি। এই প্রসঙ্গে মেরিস
বলেছেন, এমন অনেক বার হয়েছে যখন বিশেষ কারও সঙ্গে গল্প করার
ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু পারিনি ভাষা সমস্যার জন্য। মনে হয়েছে, আমি একটা
গাথা।

নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সন্তানদের ইংরেজি শেখার পরামর্শ
দিয়েছেন। মেরিস কথায়, সন্তানদের বলেছি ভালভাবে পড়াশোনা করো।
ইংরেজি শেখো। জীবনে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য নিজেকে তৈরি রাখো। ওরা
সেটা করছে। এতে আমি খুশি।

জাদেজা ১০২, চোট সুদর্শনের

রাজকোট, ১২ অক্টোবর :
নিউজিল্যান্ড সফরের প্রস্তুতি
হিসেবে লাল বলের ক্রিকেটে
ফিরেই রঞ্জিতে সেঞ্চুরি হাঁকালেন
রবীন্দ্র জাদেজা। রাজকোটে ম্যাচের
দ্বিতীয় দিনে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে
১০২ রান করে সৌরাষ্ট্রের ইনিংস
টানলেন। একই দিনে টেস্ট দলের
ওপেনার সাই সুদর্শন তামিলনাড়ুর
হয়ে রঞ্জি ম্যাচ খেলতে নেমে
ফিল্ডিং করার সময় হট্টুতে চোট
পান। একজন সাপোর্ট স্টাফের
সাহায্য নিয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়তে
হয় তাঁকে। পরে ব্যাট করতে নেমে
মাত্র ৩ রান করে আউট হন
সুদর্শন। প্রাথমিকভাবে চোট
গুরুতর নয় বলেই মনে করা
হচ্ছে। চোটের কারণেই শ্রীলঙ্কা
সফরে যেতে পারেননি ২৪ বছরের
ভারতীয় ওপেনার। সুদর্শনের
অনুপস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে
দু'টি টেস্টে ভারত তিন নম্বরে ব্যাট
করিয়েছিল দেবদত্ত পাড়ীকলকে।
তিনি দু'টি টেস্টেই শতরান
করেছিলেন। রঞ্জির প্রথম ম্যাচে
সুদর্শনের খেলার বিষয়টি শেষ
মুহূর্তে চূড়ান্ত হয়েছিল।

ব্যাটেই কথা বলতে চেয়েছি : অভিষেক

প্রতিবেদন : তাঁর সেঞ্চুরি হয়ে যাওয়ার
পর ব্যাট নিয়ে যে সেলিব্রেশন হল
সেটাতে কল্যাণীতে অনেকের মনে
কৌতূহল ছিল। খেলার পর অভিষেক
পোড়েল বললেন, আমি আসলে
বলতে চেয়েছিলাম আমার ব্যাটই কথা
বলবে। দুনিয়া দেখবে। মুখে কথা বলে
হবে না।

মারাত্মক অভিযোগ ও তার জেরে
এক মাসের জেল জীবন। কিন্তু ফিরে
এসে প্রথম ম্যাচেই অপরাজিত সেঞ্চুরি
করে অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন,
ক্রিকেট তাঁকে ছেড়ে যায়নি। বললেন,
কঠিন সময়ে লক্ষ্মী স্যার, সৌরভ স্যার,
রাজীব স্যারেরা আমাকে সাহায্য
করেছেন। একটা সময় আসে যখন
জীবন লিড করে। কিন্তু হিট ব্যাকও
করা প্রয়োজন। আমার সময় এসেছিল হিট ব্যাক করার। সবসময় এটাই
ভেবেছি যে, যা বলার সেটা ব্যাটেই বলব।

অভিষেক আরও বলছিলেন, সেঞ্চুরি করলে সবাই খুশি হয়। আমিও খুব
খুশি হয়েছি। এই দিনটা উপভোগ করব। কিন্তু তারপর আবার কাল নতুন
দিন। মঙ্গলবারের গেমপ্ল্যানও সোমবার জানিয়ে দিয়েছিলেন অভিষেক।
আমরা যত বেশি পারব রান তুলব। এখন লক্ষ্য হল রঞ্জি জেতা। মাথায়
সেটাই রয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে অভিষেক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা টেনে
আনেন। তিনি যেভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের মাধ্যমে তাঁকে বড় আসরে
উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছেন তাতে অভিষেক কৃতজ্ঞ।

এদিনের আরেক সেঞ্চুরিয়ান সুদীপ কুমার ঘরামি বলেছেন, আমার লক্ষ্য
ছিল প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা। যা করতে পেরে খুশি। আর অভিষেকের
জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ওইরকম একটা জায়গা থেকে উঠে এসে
সেঞ্চুরি করা সহজ ব্যাপার নয়। কঠিন ছিল ওর লড়াই।



■ এভাবেই ব্যাট দেখালেন অভিষেক।

ডেনমার্ক ওপেনে পরীক্ষা সিঙ্কুদের

ওডেনসে, ১২ অক্টোবর :
এশিয়ান গেমসে বার্থতার পর
ডেনমার্ক ওপেন সুপার ৭৫০
ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ঘুরে
দাঁড়ানোর লক্ষ্যে নামছেন পি ভি
সিঙ্কু, লক্ষ্য সেনারা। মঙ্গলবার
ওডেনসে শুরু হতে চলেছে ৯
লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার
পুরস্কারমূল্যের টুর্নামেন্ট।
ভারতীয় দলের হয়ে লড়াইয়ের
নেতৃত্বে থাকছেন দু'বারের
অলিম্পিক পদকজয়ী সিঙ্কু। তবে
কঠিন ড্রয়ের কারণে শুরুতেই তাঁকে বিশ্বের এক নম্বর ও টুর্নামেন্টের
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আন-সে-ইয়ং-এর বিরুদ্ধে খেলতে হবে তাঁকে।
মঙ্গলবারই রয়েছে সিঙ্কুর প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ। ভারতীয় তারকার জন্য
উদ্বোধনের বিষয় হল, আন সে'র বিরুদ্ধে আগের ১০টি সাক্ষাতের
প্রতিটিতেই তিনি হেরেছেন। পুরুষদের বিভাগে লক্ষ্য সেনের সামনেও
রয়েছে কঠিন পরীক্ষা। তাঁকে লড়াইতে হবে তৃতীয় বাছাই চৌ তিয়েন চেনের
বিরুদ্ধে। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ভারতীয় তারকা সিঙ্কু গত জুলাইয়ে জাপান
ওপেন জিতলেও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি না। গত সপ্তাহে
আর্কটিক ওপেনে কোয়ার্টার ফাইনালে থাইল্যান্ডের রাতচানক ইন্তাননের
কাছে তিন গেমের লড়াইয়ে হারেন। অন্যদিকে, সিঙ্কলসে কিদাম্বি শ্রীকান্ত,
ডাবলসে সাদ্বিক-চিরাগরাও নামছেন।



পাওয়ার প্লে-তে অভিশেক এভাবেই খেলুক : শ্রেয়স



■ অভিশেক আর বোলারদের নিয়ে সন্তুষ্ট অধিনায়ক।

ইন্দোর, ১২ অক্টোবর : শ্রেফ আগের ম্যাচেই তাঁর বোলারদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু ইন্দোরে ছবিটা ঘুরিয়ে দেন আরশাদীপরা। অধিনায়ক হিসাবে শ্রেয়স আইয়ার তাই খুশি। একইসঙ্গে স্বস্তিতে সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে যেতে পেরেছেন বলে।

ইন্দোরে ১৪ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে শ্রেয়স বলছিলেন, বোলারদের এভাবে বল করতে দেখা তাঁর জন্য ছিল স্বস্তির ব্যাপার। বোলাররা সবাই এটা ধরে ফেলেছিলেন যে কাকে কী করতে হবে। আর এই

ব্যাপারটা অধিনায়ক হিসাবে তিনি বুঝতে পারেন বোলারদের সঙ্গে কথা বলার সময়েই। তাঁর কথায়, আমি যখন ওদের হাতে বল তুলে দিচ্ছিলাম তখন প্রত্যেকে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। আর একজন অধিনায়ক হিসাবে আমি ঠিক সেটাই চেয়েছিলাম।

অভিশেক শর্মা, ইশান কিশান, অক্ষর প্যাটেল ও তিলক ভার্মা যেভাবে ব্যাট করেছেন তার প্রশংসা করেন শ্রেয়স। তিনি বলেন, অভিশেক অসাধারণ শুরু করেছিল। পাওয়ার প্লে-তে এরকম শুরুই আমরা চেয়েছিলাম। আমরা সবাই জানি ও কি করতে পারে। তারপর ইশান শুরু করল। ও গত কয়েকটি ম্যাচে অসাধারণ খেলেছে। মাঝখানে আমরা উইকেট হারিয়েছে। তবু ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিতে দিইনি। মিডল অর্ডার ভাল খেলেছে বলেই আমরা ২২৩ রান করতে পেরেছিলাম। এমনকি প্রিন্স যাদবও পরে এসে ক্যামিও করে গেল। এই রানগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের জন্য।

শ্রেয়স মনে করেন, এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে অনেক গেম চেঞ্জার আছেন। তাই মাঠে দাঁড়িয়ে সবসময় পজিটিভ থাকতে হবে। সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচ হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুতে। যা নিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, দুটো জায়গাতেই অনেক রান ওঠে। কিন্তু আমাদের প্রসেস ঠিক রাখতে হবে। রুটিন ধরে এগোতে হবে। আমরা অবশ্য এটা করেই এগোচ্ছি। আর সেই সঙ্গে যেরকম আগ্রাসী ক্রিকেট খেলছি সেটাই শেষ দুই ম্যাচে চালিয়ে যেতে চাই। তারপর দেখা যাবে কি হয়। সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ হায়দরাবাদে বুধবার।

রঞ্জির মধ্যে 'এ' ম্যাচ, উঠছে প্রশ্ন



মুম্বই, ১২ অক্টোবর : রঞ্জি ট্রফির মাঝে ভারতীয় 'এ' দলের সিরিজের সূচি নিয়ে বিরক্ত দিলীপ বেঙ্গসরকার। এর জন্য বিসিসিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনাও করেছেন তিনি। বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বলেন, রঞ্জি ট্রফি চলার সময় ভারতীয় 'এ' দলের সফর কেন রাখা হয়েছে?

তাহলে রঞ্জি ট্রফি আয়োজন করার মানোটা কী? নিজের দের ঘরোয়া ক্রিকেটের মরশুম চলার সময় বোর্ডের একটি সফরের আয়োজন করার এই ধারণাটি একেবারেই হাস্যকর, কারণ এতে প্রধান ঘরোয়া টুর্নামেন্টের গুরুত্বকে খাটো করে ফেলছেন। ঘরোয়া মরশুমের সময় কেন 'এ' দলের এই সফরগুলো আয়োজন করা হচ্ছে, তা আমার জানা নেই। সেই সঙ্গে বোর্ডের এই প্রাক্তন প্রধান নির্বাহকের মতে, যদি সেরা ঘরোয়া ক্রিকেটাররা রঞ্জি ট্রফির সময় ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলে, তাহলে রঞ্জি ট্রফিতে যারা রান করে এবং উইকেট নেয়, তাদের পারফরমেন্সের গুরুত্বটা অনেকটাই কমে যায়। পাশাপাশি, দেশের আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কারও রঞ্জি ট্রফির মাঝে সফর নিয়ে সুর চড়ান। তিনি বলেন, এটা খুবই খারাপ বিষয়, ঘরোয়া টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলোর ক্ষেত্রে যেন কোনওরকম আপস না করা হয়। গত রবিবার থেকে রঞ্জি মরশুম শুরু হয়েছে, যা ভারত 'এ' এবং অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের মধ্য শেষদিনের ম্যাচের সঙ্গে মিলে যায়। এর ফলে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার তাদের রাজ্যের হয়ে খেলতে পারেননি। সানির মতে, 'এ' দলের ম্যাচের অবশ্যই যুক্তি আছে, কিন্তু ঘরোয়া প্রতিযোগিতা, রঞ্জি ট্রফি চলার সময় নয়।

গম্ভীর ডিক্টেটর, বলে দিলেন বৈভবের কোচ

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : ভারতীয় সিনিয়র দলে সুযোগ পেয়েও প্রথম একাদশে জায়গা হচ্ছে না বৈভব সূর্যবংশীর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম তিনটিতেই তাঁকে বাইরে বসে থাকতে হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বৈভবের ছোটবেলার কোচ মনোজ ওঝা। তিনি গম্ভীরকে ডিক্টেটর বলে দাবি করেছেন।



মনোজের অভিযোগ, গম্ভীরের টিম ম্যানেজমেন্ট সিনিয়র দলে ডিক্টেটরশিপ চালাচ্ছেন। প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে সুযোগ না দিয়ে রিজার্ভ বেস্কে বসিয়ে রাখলে তাঁর উন্নতি আটকে যাবে। কোচ মনোজ বলেন, এই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করে, ক্রিকেটারদের বেস্কে বসিয়ে রেখেই তৈরি করা যায়। কিন্তু বেস্কে বসে থেকে কোনও ক্রিকেটার তৈরি হয়নি, আর ভবিষ্যতেও হবে না। বিশেষ করে এমন প্রতিভাকে বাইরে বসিয়ে রাখলে সেটা তার ক্ষতি। তাহলে হয় তারা মনস্তির করে ফেলেছে যে বৈভবকে কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না। ওকে বাইরে রেখে হতাশ করা হচ্ছে। ও বাইরে বসে জল দিচ্ছে। আমার মনে হয়, বর্তমান ম্যানেজমেন্ট এক ধরনের স্বৈরাচার চালাচ্ছে, তাদের মাথায় যখন যা আসছে, তাই করছে। তাঁর মতে, বৈভব হল একটা ঝড়ের মতো, তাই যে ওর সামনে আসবে সেই একদিন ভেঙে পড়বে। এবার দেখার বিষয় হল পরবর্তী ম্যাচে বৈভবকে খেলানো হয় কিনা।

রেনশার ব্যাটে জয় দেখেছে অস্ট্রেলিয়া

ডারবান, ১২ অক্টোবর : ডারবান টেস্টে টানটান উত্তেজনা চলছে। অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে তুলেছিল ৩৯০ রান। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ২৮৪। প্রথম দফায় পিছিয়ে থেকে তারা আরও চাপে পড়েছে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১৪-৬ তুলে ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার পর। শেষদিনে জিততে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে এখন লম্বা টার্গেট। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ম্যাডিনসন ৪৮, লাবুশেন ৩৭, রেনশ ৮২ রান করেছেন। বিউ ওয়েবস্টার ৩৯ ও কামিন্স ৩২ রানে নট আউট থেকে যান। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে নরথিয়া ও কেশব মহারাজ ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।



এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস শুরু করে ৭ রানে ওপেনার রায়ান রিকেলটনকে হারিয়েছে। প্রথম ইনিংসের মতো এই ইনিংসেও তিনি রান পাননি। রিকেলটন হাজলউডের শিকার হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১০২ রান করেছে। দরকার ৩১৯ রান।

মেঝেই আমাকে খেলতে বলেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট

ইন্দোর, ১২ অক্টোবর : দলের আলোচনায় নির্মম হওয়ার এবং হাল না ছাড়ার কথাই বলা হয়েছিল। এমনটাই জানালেন অভিশেক শর্মা। ইন্দোরে তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের জেরেই ২০০ রানের গণ্ডি পেরাতে সক্ষম হয়েছে ভারত। ম্যাচ শেষে ভারতীয় ওপেনার জিনান, আমাদের মনে এই ভাবনাটা ছিল যে আমরা নির্মম হব, খেলার সময় আমরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছিলাম এটাই আলোচনা করেছিলাম যে, আমরা হাল ছাড়ব না এবং প্রতিপক্ষকে ম্যাচে ফিরে আসার একটিও সুযোগ দেব না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এমনই একটি দল যে, কখনওই বলতে পারবেন না যে তাদের বিপক্ষে ম্যাচটি আমাদের পক্ষে এসেছে। এই বিষয়টিও আমাদের মাথায় ছিল, কারণ আমরা গত ম্যাচে দেখেছি যে, ওদের যেই সব ব্যাটসম্যানরা এখানে খেলতে আসে এবং এখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়, তাই যেকোনও জায়গা থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নেওয়া তাদের জন্য খুব সহজ। সেইসঙ্গে অভিশেক আরও বলেন, স্পিটগার যেইভাবে শটগুলো খেলেছে তাতে আমরা সত্যিই অবাক হয়েছি। শটগুলো সহজ ছিল না। তাই সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। যদি ওদের স্কোর ৫০ রানে উইকেটও হয়ে যায়, আমার মনে হয় সেখান থেকেও নিজেদের পক্ষে পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ওদের আছে। তাই এবার আমরা খুব ভালোভাবেই



■ মারমুখী মেজাজের এই অভিশেককেই চান শ্রেয়স।

প্রস্তুত ছিলাম। ইন্দোরে ৩০ বলে ৬৯ রানের দূরন্ত ইনিংস খেলেন অভিশেক।